POSTAL REG NO GDP- 43 / 2023--2025

আল্লাহ্‌র বাণী

وَالَّذِيْنَ عَمِلُوا السَّيِّاٰتِ ثُمَّ تَابُوْا مِنْۢ بَعْدِهَا وَاٰمَنُوْٓا ۙ اِنَّ رَبَّكَ مِنْۢ بَعْدِهَا لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

এবং যাহারা মন্দ কাজ করে এবং ইহার পর তওবা করে এবং ঈমান আনে, নিশ্চয় তোমার প্রভুই ইহার পর অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

(সূরা আরাফ, আয়াত: ১৫৪)

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 8

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

Weekly BADAR Qadian Bangla

সংখ্যা 35

সম্পাদক: তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক: মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in

বৃহস্পতিবার 31 Aug, 2023 13 সফর 1445 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর বাণী

ঋণ থেকে কিছু অংশ ছেড়ে দেওয়া।

২৪১৯) হযরত কাআব (রা.) এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি মসজিদে (হযরত আব্দুল্লাহ্) বিন আবু হারাদ (রা.) এর কাছে তাঁর পাওনা ঋণের কথা বলেন। তাঁদের কথাবার্তা এত উচ্চকণ্ঠের ছিল যে, রসুলুল্লাহ (সা.)-এর কানেও তাদের কথা পৌঁছে যায়। যদিও তিনি (সা.) নিজের বাড়িতে ছিলেন। কথা শুনে তিনি তাদের কাছে আসেন এবং নিজের কক্ষের পর্দা সরিয়ে ডাক দেন- 'কাআব!' তিনি বললেন, হে রসুলুল্লাহ! আমি উপস্থিত আছি। তিনি (সা.) বললেন- আপনি এই ঋণের মধ্য থেকে এতটা ছেড়ে দাও এবং ইঙ্গিতে বললেন 'অর্ধেক'। হযরত কাবাআব বললেন, হে রসুলুল্লাহ্ ! আমি ছেড়ে দিয়েছি। তখন তিনি (সা.) (আব্দুল্লাহকে) বললেন- উঠ এবং এর ঋণের অর্থ ফেরত দাও।

বা-জামাতের নামাযের গুরুত্ব

২৪২০) হযরত আবু হুরাইরায় (রা.) এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী (সা.) বলেছেন- আমি মনস্থির করেছিলাম নামায শুরু করার আদেশ দিয়ে এমন মানুষদের বাড়িতে যাই যারা নামাযে হাজির হয় না এবং বাড়ির ভিতরে থাকা অবস্থায় বাইরে থেকে তাদের বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দিই।

(সহীহ বুখারী, কিতাবুল খুসুমাত)

এই সংখ্যায়

খুতবা জুমা, প্রদত্ত, ৭ জুন ২০২৩
হুযুর আনোয়ার (আই.) এর অনলাইন সাক্ষাত জলসা সালানায় প্রদত্ত ভাষণ

খোদা তা'লা কোথাও মৃতদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করার কথা উল্লেখ করেন নি। আমাদের খোদা জীবিত খোদা, মৃত নন। যাদের খোদা মৃত, যাদের কিতাব মৃত, তারা মৃতদের কাছে আশিস অন্বেষণ করলে আশ্চর্যের কি আছে?

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর বাণী

মৃতদের কাছে প্রার্থনা করা বৈধ নয়।

সমগ্র আলোচনার সারমর্ম হল খোদা তা'লা কোথাও মৃতদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করার কথা উল্লেখ করেন নি। বরং তিনি জীবিতদের কাছে সাহায্য প্রার্থনার কথা উল্লেখ করেছেন। খোদা তা'লার বিরাট অনুগ্রহ, তিনি ইসলামকে জীবিতদের সোপর্দ করেছেন। যদি তিনি ইসলামকে মৃতদের কাঁধে চাপিয়ে দিতেন,তবে জানি না কি বিপদ এসে পড়ত। মৃতদের কবরের সংখ্যা কি কম? মুলতানে কি কম কবর আছে! মুলতান সম্পর্কে প্রসিদ্ধ প্রবাদ প্রচলিত রয়েছে -

'গরদ ও গরমা, গাদা ও গোরস্থান। অর্থাৎ- ধুলো, গরম, ভিক্ষুক এবং সমাধিস্থল।' আমিও একবার মুলতানে গিয়েছি। যে কোন কবরে যাও, কবররক্ষীরা টাকা আদায়ের জন্য মানুষকে ঘিরে ধরে। পাকপটন এ মৃতদের সমাধি ঘিরে কি না কাণ্ড হচ্ছে! আজমেরে গিয়ে দেখ! বিদাত ও ধর্মের নামে রীতি রেওয়াজের হাট বসেছে সেখানে। বস্তুত, মৃতদের দিকে দৃষ্টিপাত করলে তাদের মাঝে বিদাত এবং (ধর্মের নামে) নিষিদ্ধ অনুশীলন ছাড়া কিছুই চোখে পড়বে না। খোদা তা'লা যে সিরাতে মুস্তাকিম নির্ধারিত করেছেন, সেটি হল জীবিতদের পথ, মৃতদের নয়। অতএব, যে ব্যক্তি চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী ও স্থিতিদাতা খোদাকে পেতে চায়, তার উচিত জীবিতদের সন্ধান করা। কেননা আমাদের খোদা জীবিত খোদা, মৃত নন। যাদের খোদা মৃত, যাদের কিতাব মৃত, তারা মৃতদের কাছে আশিস অন্বেষণ করলে আশ্চর্যের কি আছে? কিন্তু যদি কোন সত্যিকার মুসলমান, যার খোদা জীবিত, যার নবী জীবিত, যার কিতাব জীবিত, যার ধর্মের মাঝে চিরকাল জীবিতদের ধারা চলমান এবং প্রত্যেক যুগে একজন জীবিত মানুষ খোদা তা'লার অস্তিত্বের উপর জীবিত ঈমান সৃষ্টিকারীর আগমণ ঘটে- এমন ব্যক্তি জীবিতকে ত্যাগ করে জরাজীর্ণ অস্থি ও সমাধির সন্ধানে আত্মনিয়োগ করে, তবে তা আশ্চর্যের বিষয়ই বটে!!

জীবিতদের সহচার্য অন্বেষণ কর

অতএব তোমাদের উচিত জীবিতদের সহচার্য সন্ধান কর এবং বার বার তার কাছে এসে বস। আমি একথাও বলব যে, এক-দু'বারে প্রভাব সৃষ্টি হয় না। খোদা তা'লার চিরাচরিত রীতি এভাবেই প্রবাহমান- উন্নতি ধাপে ধাপে ঘটে। যেমন, রসুলুল্লাহ্ (সা.) এর জামাতের ধাপে ধাপে উন্নতি হয়েছে। যে জামাত নবুয়তের পদ্ধতিতে প্রতিষ্ঠিত হবে তাতে ধাপে ধাপে উন্নতির নিয়ম কার্যকর হবে। অতএব, তোমাদের উচিত সাহাবাদের ন্যায় জাগতিকতা ত্যাগ করে এখানে এসে বারবার এবং বেশ কিছু সময় পর্যন্ত সহচার্য লাভ কর যাতে তোমরা সেই সব কিছু দেখতে পাও যা সাহাবাগণ দেখেছিলেন এবং সেই সব কিছু লাভ কর যা আবু বকর, উমর এবং অন্যান্য সাহাবাগণ লাভ করেছিলেন।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৪৭৬)

আল্লাহ্ তা'লা প্রত্যেক মানুষকে সম্মান দান করেছেন, কোন জাতিবিশেষকে নয়। অতএব এক জাতি অপর জাতির সামনে যেন বড়াই না করে।

اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِدُلُوْكِ الشَّمْسِ اِلٰى غَسَقِ الَّيْلِ وَقُرْاٰنَ الْفَجْرِ ۭ اِنَّ قُرْاٰنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوْدًا

এই আয়াতে মুসলমানদের জন্য আপতিত ভয়াবহ বিপদের মোকাবেলা করার জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। একদিকে হিজরতের পর সেই সব জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ অবধারিত ছিল যারা বাহ্যত ইবাদতকারী ছিল আর মুসলমানদের অলসতা তাদেরকে আপত্তির সুযোগ দিতে পারত। অপরদিকে মুসলমানদেরকে দ্রুত বিজয় লাভ হওয়ার ছিল যার ফলে ইবাদতের ক্ষেত্রে অলসতা ও অবহেলা তৈরী হত। তাই দুটি বিষয়কে সামনে রেখে মুসলমানদেরকে সতর্ক করা হয়েছে যে, ইসলামকে শত্রুদের ব্যঙ্গবিদ্রুপের লক্ষ্যে পরিণত হতে দিও না আর অলস হয়ে খোদা তা'লার কৃপা হারিয়ে ফেলো না।

এই আয়াতে পাঁচটি নামাযের সময় বলা হয়েছে। 'দুলুক' এর তিনটি অর্থ রয়েছে এবং প্রত্যেকটি অর্থের দৃষ্টিকোণ থেকে প্রত্যেকটি নামাযের সময় বলে দেওয়া হয়েছে।

১) مَالَتْ وَزَالَتْ عَنْ كَبِدِ السَّمَآءِ অর্থাৎ ঢলে পড়াকে 'দুলুক বলা হয়। এর মধ্যে যোহরের নামায পড়ে। ২) ইসফাররাত -অর্থাৎ যখন সূর্যের রঙ হলুদ হয়ে যায় তখনও তাকে দুলুক বলা হয়। এর মধ্যে পড়ে আসরের নামাযের সময়। ৩) 'গারাবাত'- অর্থাৎ সুর্যাস্ত, এর মাধ্যমে মগরিবের নামাযের সময় বলা হয়েছে। ৪) 'গাসাকিল লাইল' অর্থাৎ 'যুলুমাতু আওয়ালিল লাইল'। অর্থাৎ রাত্রির প্রথমাংশের অন্ধকার। এর মাধ্যমে এশার নামাযের সময় নির্ধারণ করা হয়েছে। ৫) কুরআনাল ফজর' বলার মাধ্যমে ভোরের নামাযের আদেশ দেওয়া হয়েছে। এটি ছাড়া সকালের তিলাওয়াত ফরজ নয়।

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, আঁ হযরত (সা.) বলেছেন, সকালের নামাযের সময় দিনের ফিরিশতার আগমণ ঘটে আর রাত্রির ফিরিশতাদের প্রস্থান ঘটে। ফিরিশতারা যখন খোদা তা'লার নিকট ফিরে যান, তখন জিজ্ঞাসা করলে তারা উত্তর দেন, আমরা যখন পৃথিবীতে যায় তখন তোমার বান্দাদেরকে নামায পড়তে দেখেছি আর ফিরে আসার সময়ও নামায পড়তে দেখেছি।

হাদীস) এর অর্থ, বিশেষ করে ভোরের নামায আল্লাহ্ তা'লার নিকট উপস্থাপন করা হয়। আর বিশেষভাবেই গৃহীত হয়। কেননা সেই সময় মানুষ নিজের প্রিয় ঘুম ছেড়ে নামাযের জন্য ওঠে। সকালের নামায আসলে সাধারণ মুসলমানের তাহাজ্জুদেরই নামায। নিঃসন্দেহে যে ব্যক্তি সকালের নামায পড়বে নিশ্চয় সে সেই নামায সততার সঙ্গে পড়বে। আর অন্যান্য নামাযগুলিও তার জন্য সহজসাধ্য হয়ে পড়বে। (তফসীর কবীর, ৪র্থ খণ্ড,পৃ: ৩৭৩)

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

"মুঝকো কাফের কেহ কর আপনে কুফর পর করতে হ্যাঁ মোহর/
ইয়েহ তো হ্যায় সব শকল উনকি , হাম তো হ্যাঁ আয়না দার।
[হযরত মসীহ মওউদ (আ.)]

হায়দারাবাদ থেকে প্রকাশিত মুনসিফ পত্রিকার পক্ষ থেকে আরোপিত জামাত আহমদীয়া মুসলেমার বিরুদ্ধে অপবাদসমূহের উত্তর।

সম্প্রতি অন্ধ্রপ্রদেশের ওয়াক বোর্ড এর পক্ষ থেকে এই মর্মে একটি বিবৃতি জারি করা হয়েছে যে আহমদীরা মুসলমান। তাই তারা জামাত আহমদীয়াকে অমুসলিম ঘোষণা দিয়েছে। এর প্রতিক্রিয়া কেন্দ্রীয় সংখ্যালঘু উন্নয়ন মন্ত্রী শ্রীমতি স্মৃতি ইরানী গত ২৬ শে জুলাই, ২০২৩ তরিখে অন্ধ্রপ্রদেশের ওয়াক বোর্ডের এমন পদক্ষেপকে অনৈতিক আখ্যা দিয়ে বলেন, কোনও প্রাদেশিক বোর্ডের ওয়াক বোর্ডের কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে ধর্ম থেকে বহিষ্কার করার কোন অধিকার নেই। তিনি বলেন, সমস্ত ওয়াক বোর্ড পার্লামেন্ট দ্বারা প্রণীত আইনের অধীন। তিনি আরও বলেন, ওয়াক বোর্ডকে সরকারি আদেশের মধ্যে পরিবর্তন করার অনুমতি দেওয়া যেতে পারে না। এ বিষয়ে আমরা অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্য সচিবের কাছে উত্তর চেয়েছি।

স্মৃতি ইরানির এই বিবৃতির প্রেক্ষিত্রে মুসলমান উলেমা, সংগঠন ও পত্রপত্রিকাগুলি নিজেদের ক্ষোভ প্রকাশ করেছে এবং স্মৃতি ইরানি বয়ানকে অন্যায় এবং বোর্ডের বয়ানকে বৈধ ও সঙ্গত বলে আখ্যা দিয়েছে। তারা জামাত আহমদীয়ার কাফের ও অমুসলিম হওয়ার পক্ষে নিজেদের মনগড়া ও ভিত্তিহীন যুক্তি উপস্থাপন করেছে। তারা এতেই ক্ষান্ত হয় নি, বরং তারা জামাতের উপর কিছু মিথ্যা ও অবৈধ ও ভিত্তিহীন অপবাদও আরোপ করেছে। ইনশাআল্লাহ্ আমরা সকল যাবতীয় মনগড়া ও মিথ্যা, ভিত্তিহীন ও অযৌক্তিক অপবাদের বিস্তারিত উত্তর দিব।

জমিয়তে উলেমায়ে হিন্দ সংগঠন একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তি জারি করে লিখেছে- জামাত আহমদীয়াকে অমুসলিম ঘোষণা দেওয়ার ক্ষেত্রে অন্ধ্রপ্রদেশ ওয়াকফ বোর্ড এর অবস্থান সঠিক এবং এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী স্মৃতি ইরানীর জেদ অহেতুক এবং অযৌক্তিক। জমিয়তে উলেমায়ে হিন্দ জামাত আহমদীয়া মুসলেমাকে অমুসলিম ঘোষণা দেওয়ার বিষয়ে কি কি যুক্তি উপস্থাপন করেছে সে কথার উল্লেখ করব। সংগঠনটি তাদের প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে লেখে-

'ইসলামের ভিত্তি দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিশ্বাসের উপর দাঁড়িয়ে আছে। ১) তৌহিদ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লাকে তাঁর সত্তা ও গুণাবলীতে এক অদ্বিতীয় জ্ঞান করা এবং তাঁর সঙ্গে কাউকে শরিক না করা। ২) রিসালত অর্থাৎ হযরত মহম্মদ (সা.) খোদার রসুল এবং শেষ নবী। তাঁর মাধ্যমে ওহী ও নবুয়তের ধারা রুদ্ধ হয়েছে এবং তাঁর শরিয়ত শেষ ও পরিপূর্ণ শরিয়ত। এই ইসলামী আকিদার বিপরীতে মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী এমন এক ধর্মমত অবলম্বন করেন যা খাতমে নবুয়তের আকিদার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। এই নীতিগত ও বাস্তব বিরোধীতার উপস্থিতিতে কাদিয়ানী ধর্মকে ইসলামী ফির্কার অন্তর্ভুক্ত করার কোনও ভিত্তি থাকে না। আর উম্মতে ইসলামিয়ার সকল চিন্তাধারা এই ফির্কাটির অমুসলিম হওয়ার বিষয়ে ঐক্যমত।

এ বিষয়ে ১৯৭৪ সালের ৬-১০ এপ্রিল তারিখে অনুষ্ঠিত জনপ্রিয় সংগঠন 'রাবতা আলেমে ইসলাম' এর এক বৈঠকে ১১০টি দেশ থেকে আগত মুসলিম সংগঠনের প্রতিনিধিদের সর্বসম্মতিক্রমে কাদিয়ানীদের বিষয়ে প্রস্তাব অনুমোদনপূর্বক ঘোষণা করেছিলা যে, এই দলটি ইসলাম থেকে বহিষ্কৃত এবং তারা মুসলমানদের শত্রু।"

জামাত আহমদীয়া মুসলেমাকে জমিয়ত সংগঠনের অমুসলিম ঘোষণা দেওয়ার পক্ষে তাদের যুক্তি-

* জামাত আহমদীয়া মুসলেমা আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্বে বিশ্বাস করে না এবং তাঁকে স্বীয় সত্তা ও গুণাবলীতে এক দ্বিতীয় মনে করে না।

* জামাত আহমদীয়া মুসলেমা আঁ হযরত (সা.) কে শেষ নবী হিসেবে মানে না।

* আঁ হযরত (সা.) এর প্রতি ওহী ও নবুয়তের ধারা সমাপ্ত বলে মানে না আর তাঁর শরিয়তকে শেষ ও পরিপূর্ণ শরিয়ত হিসেবে মানে না।

* উম্মতে ইসলামিয়ার সমস্ত মতবাদের ফির্কাগুলি আহমদীয়া ফির্কার অমুসলিম হওয়ার বিষয়ে ঐক্যমত।

*'রাবতায়ে আলেমে ইসলামি ঘোষণা করেছিল যে, এই ফির্কাটি ইসলামের গণ্ডি বহির্ভুত এবং সর্বসম্মত শত্রু।

আল্লাহ্ তা'লার একত্ববাদ, তাঁর সত্তা ও গুণাবলী এবং আঁ হযরত (সা.) এর সম্পর্কে জমীয়ত সংগঠন জামাত আহমদীয়া মুসলেমার প্রতি যে সব অপবাদ আরোপ করেছে সেগুলি সব নির্ভেজাল মিথ্যার স্তুপ ছাড়া কিছুই নয়। তাদের আরোপিত সমস্ত অপবাদের উত্তর আমরা সবিস্তারে লিখব। প্রারম্ভিক প্রতিক্রিয়া হিসেবে কেবল এতটুকুই বলব যে, জামাত আহমদীয়া মুসলেমা আল্লাহ্ তা'লার একত্ববাদ এবং তাঁর গুণাবলীর উপর পরিপূর্ণ ঈমান রাখে। আঁ হযরত (সা.) কে মনেপ্রাণে খাতামান্নাবীঈন হিসেবে বিশ্বাস করে। আল্লাহ্ তা'লার গুণাবলীর প্রতি যথার্থরূপে যদি কেউ ঈমান না এনে থাকে তবে তারা হল জমিয়ত ও তাদের ন্যায় চিন্তাধারার উলেমারা। যদি কেউ আঁ হযরত (সা.) কে খাতামান্নাবীঈন বলে বিশ্বাস না করে, তবে সেই অবিশ্বাসীদের মধ্যে রয়েছে জমিয়ত ও তাদের মত নেতার দল। আর একথা আমরা যুক্তিপ্রমাণ দ্বারা প্রমাণ করব। ইনশাআল্লাহ॥

হায়দারাবাদের দৈনিক 'মুনসিফ' পত্রিকা মিথ্যা ভাষণের ক্ষেত্রে জমিয়তকেও ছাড়িয়ে গেছে। ২৫ শে জুলাই তারিখের সংখ্যা তারা জামাত আহমদীয়া মুসলিমার উপর কয়েকটি ভয়ানক মিথ্যা অপবাদ আরোপ করেছে। পত্রিকার সেই নিবন্ধটি পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে। পত্রিকার কয়েকটি অপবাদ উদ্ধৃত করছি, যেগুলির উত্তর পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশিত হবে। পত্রিকাটি লেখে-

* জমিয়ত উলেমায়ে হিন্দ, জামাত ইসলামী, জমিয়তে আহলে হাদীস, সুন্নী উলেমা কাউন্সিল এবং বিশেষভাবে মুসলিম পার্সোনাল ল' বোর্ডের দায়িত্ব হল মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী এবং তার অনুসারীদের অন্যান্য ধর্ম সম্পর্কে বিশ্বাস এবং অতীতে ইংরজেদের সঙ্গে মিলে করা ষড়যন্ত্রের বিষয়ে মানুষকে অবগত করানো।

* মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী নিজেকে মুজাদ্দিদ, মুহাদ্দিস, মাহদী, মসীহ্র প্রতিরূপ, মসীহ, ছায়া নবী, মহম্মদ (সা.)-এর প্রতিরূপ, এমনকি খোদা হওয়ার দাবি করেছে।

* কাদিয়ানীরা নিজেরা আমাদের মুসলমানদেরকে মুসলমান মনে করে না, তাদের দৃষ্টিতে মুসলমানেরা কাফের। মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী তার রচনা 'তাযকেরা' পুস্তকের ৫১৯ পৃষ্ঠায় এই ফতোয়া দিয়েছেন যে, খোদা তা'লা তা'লা আমার উপর প্রকাশ করেছেন যে, প্রত্যেক এমন ব্যক্তি যার কাছে আমার আহ্বান পৌঁছনোর পরও আমাকে গ্রহণ করে নি সে মুসলমান নয় আর খোদার নিকট সে অপরাধী হিসেবে গণ্য হবে।

* আরও এক স্থানে মির্যা সাহেব লেখেন- এখন স্পষ্ট যে, এই ইলহামগুলিতে আমার সম্পর্কে বার বার বলা হয়েছে যে এ হল খোদার প্রেরিত, প্রত্যাদিষ্ট, এবং বিশ্বস্ত। এ যা কিছু বলে তার উপর ঈমান আন আর তার শত্রুরা জাহান্নামী।

(রিসালায়ে দাওয়াতে কউম, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১১, পৃ: ৬২ এর টিকা)

*যদি এই ফিতনাকে প্রতিহত না করা হয় তবে সেই দিন দূরে নয় যেদিন তারা সরকারকে ভুল বুঝিয়ে মুসলমানদের মসজিদগুলি দখল করতে শুরু করবে।

এই যাবতীয় আপত্তির উত্তর আগামী সংখ্যায় প্রকাশ করব। ইনশাআল্লাহ।

নিকাহ্ বন্ধন

একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে হযরত মুগাইরা (রা.) বর্ণনা করেন যে তিনি এক জায়গায় নিকাহর প্রস্তাব দিলে আঁ হযরত (সা.) বলেন, 'মেয়েটিকে দেখে নাও, কেননা এভাবে দেখলে তোমার এবং তার মাঝের বোঝাপড়া এবং ভালবাসা সৃষ্টির সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাবে।

(তিরমিযী, কিতাবুন নিকাহ)

এই অনুমতিকেও বর্তমান সমাজে কিছু মানুষ ভুল বুঝেছে এবং এর এই অর্থ বের করেছে যে একে অপরকে বোঝার জন্য সব সময় আলাদা বসে সময় কাটাতে হবে, ঘুরে বেড়াতে হবে। ..... বাড়িতেও ঘন্টার পর ঘন্টা পৃথক হয়ে একসঙ্গে বসে থাকে। এটিও ঠিক নয়। এর অর্থ হল মুখোমুখি হয়ে একে অপরের চেহারা দেখে পরস্পরকে বুঝতে সহজ হয়। কথা বলার সময় অনেক স্বভাব সম্পর্কে জানা যায়। এছাড়াও বর্তমান যুগে পরিবারের সদস্যদের সামনে খাবার খেলেও কোনও অসুবিধা নেই। খাওয়ার সময়েও স্বভাবের অনেকগুলি দিক প্রকাশ পায়। আর যদি কোনও বিষয় অপছন্দনীয় মনে হয়, তবে তা প্রথমে প্রকাশ পাওয়াই উত্তম, যাতে পরবর্তীতে বিবাদের উৎপত্তি না হয়। আর যদি উন্নত স্বভাব-চরিত্র হয়, তবে এই সম্পর্কের মধ্যে বোঝাপড়া এবং ভালবাসাও বৃদ্ধি পায়। ... কখনও কখনও অনেকে সম্পর্ক হওয়ার পর ভেঙ্গে দেওয়ার চেষ্টা করে। তাদের মুখোমুখি সাক্ষাতের ফলে এবং একে অপরের চালচলন দেখার ফলে এমন সুযোগ আসবে না। কেননা তারা একে অপরের সম্পর্কে অবগত থাকবে। কিন্তু অপরপক্ষে অনেকে এর বিপরীতেও অনেক বাড়াবাড়ি করে। ছেলে ও মেয়ে বিয়ের আগে কিম্বা দেখাশোনার সময় পরস্পরের সামনে বসতেও পারে না। এটিকে তারা আত্মাভিমানের নাম দেয়। অতএব ইসলামের শিক্ষা হল ভারসাম্য বজায় রাখার শিক্ষা। না কম না বেশি। এই নীতিই অনুসৃত হওয়া কাম্য। এরই মাধ্যমে সমাজে শান্তি বজায় থাকবে, কলহ ও বিশৃঙ্খলা দূরীভুত হবে।"

(খুতবাতে মাসরূর, ২য় খণ্ড, পৃ: ৯৩৪-৯৩৫)

(নাযির ইসলাহ ও ইরশাদ মারকাযিয়া, কাদিয়ান)

বদর পত্রিকায় নিজস্ব প্রবন্ধ প্রকাশে ইচ্ছুক বন্ধুরা
ই-মেলের মাধ্যমে নিজেদের লেখা পাঠাতে পারেন।
Email: banglabadar@hotmail.com

জুমআর খুতবা

এই জলসায় অংশগ্রহণের পেছনে আমাদের একটি উদ্দেশ্য রয়েছে। আর সেই উদ্দেশ্য হলো নিজেদের আধ্যাত্মিক ও জ্ঞানগত অবস্থাকে উন্নত করা, চারিত্রিক অবস্থাকে উন্নত করা, আল্লাহ্ তা'লা ও তাঁর রসূল (সা.)-এর ভালোবাসা হৃদয়ে সৃষ্টি করা।

আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহে আমি আশা করি যে, খুবই উত্তমভাবে আমাদের কর্মীরা তাদের ব্যবস্থাপনাকে সামলাতে পারবে।

একটি দীর্ঘ বিরতির পর বিস্তৃত পরিসরে জলসা অনুষ্ঠিত হচ্ছে বলে পাছে ব্যবস্থাপনার দিক থেকে কোনো ত্রুটি না প্রকাশ পেয়ে যায়– আল্লাহ্ তা'লাও ইনশাআল্লাহ্ তা'লা ব্যবস্থাপকদের এসব দুশ্চিন্তা দূর করে দিবেনতবে শর্ত হলো, আমরা যেন সর্বদা আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহকে আকর্ষণ করার দিকে মনোযোগী থাকি।

আমাদের কাজ আমাদের কোনো বিচক্ষণতা বা অভিজ্ঞতার ফলে সম্পন্ন হয় না, বরং সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহে সম্পাদিত হয়ে থাকে।

আমি কর্মীদের বলছি, যে স্পৃহা নিয়ে (আপনারা) সবাই নিজেদেরকে সেবার জন্য উপস্থাপন করেছেন সেই স্পৃহাকে প্রতিষ্ঠিত রেখে যতদিনের ডিউটি রয়েছে তা পালন করুন। যেখানে অতিথিদের সেবা করার দায়িত্ব পালন করবেন সেখানে এই বিষয়টিও ভুলে যাবেন না যে, আল্লাহ্ তা'লার ইবাদতে র দায়িত্বও আমাদের পালন করতে হবে, নিজেদের নামাযেরও সুরক্ষা করতে হবে, এই পরিবেশের প্রতিটি মুহূর্ত কাজে লাগিয়ে নিজেদের পবিত্র রাখার চেষ্টা করতে হবে।

আজ ১০ই মহররম। এই দিনগুলোতে দরূদ শরীফ পাঠ করা উচিত আর তা এই চেতনা সহকারে পাঠ করা উচিত যে, আল্লাহ্ তা'লা মহানবী (সা.)-এর মান-মর্যাদাকে উত্তরোত্তর উন্নীত করুন, মহানবী (সা.)-এর বার্তাকে সাফল্য এবং বিজয় দান করুন, মহানবী (সা.)-এর শরীয়তকে সুপ্রতিষ্ঠিত করুন এবং শ্রেষ্ঠত্ব দান করুন।

সৈয়্যদনা আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের টিলফোর্ড স্থিত মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত ২৮ জুলাই , ২০২৩, এর জুমুআর খুতবা (২৮ ওফা ১৪০২ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,আজ আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহে আহমদীয়া জামা'ত, যুক্তরাজ্যের সালানা জলসা আরম্ভ হচ্ছে। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় এখানে প্রায় চার দশক ধরে খিলাফতের উপস্থিতিতে সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। শুরুতে ব্যাপক পরিসরে আয়োজন হতো বলে এখানকার জামা'তকে অনেক বিষয় শেখানোর প্রয়োজন ছিল, যার জন্য হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) ব্যক্তিগত আগ্রহেও দিক-নির্দেশনা প্রদান করেছেন আর রাবওয়া থেকেও অভিজ্ঞ লোকদের এখানে ডেকে কাজ শিখিয়েছেন, যাদের মাঝে অফিসার সালানা জলসা চৌধুরী হামীদুল্লাহ্ সাহেবও ছিলেন। তিনি (এক্ষেত্রে) অনেক সাহায্য করেছেন।

এখানে যথারীতি জলসা অনুষ্ঠিত হয়েছে ১৯৮৫ সনে, তাতে সম্ভবত ৫ হাজার মানুষ অংশগ্রহণ করেছিল।এর পূর্বে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-এর উপস্থিতিতে একটি জলসা ৮৪ সনেও হয়েছিল, কিন্তু তা খুবই সংক্ষিপ্ত ছিল। যথারীতি জলসা অনুষ্ঠিত হয় ১৯৮৫ সালে।

সম্ভবত এতে ৫ হাজার মানুষ অংশগ্রহণ করেছিলেন আর এর সুচারু পরিচালনা নিয়েও ব্যবস্থাপনা খুবই চিন্তিত ছিল। এখন আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহে শুধুমাত্র যুক্তরাজ্যের খোদ্দামুল আহমদীয়ার ইজতেমায় বা লাজনা ইমাইল্লাহ্র ইজতেমায় এর চেয়ে অনেক বেশি উপস্থিতি হয়ে থাকে। আর খুবই উত্তমরূপে এই অঙ্গসংগঠনগুলোও (জলসার) ব্যবস্থাপনা পরিচালনা করে। অতএব এই দৃষ্টিকোণ থেকে যুক্তরাজ্য জামা'ত (জলসার) ব্যবস্থাপনা পরিচালনায় বেশ অভিজ্ঞ হয়ে উঠেছে।

এবার যেহেতু তিন-চার বছর বিরতির পর পূর্ণরূপে ব্যাপক পরিসরে জলসা অনুষ্ঠিত হচ্ছে তাই ব্যবস্থাপনা পুনরায় (কিছুটা) চিন্তিত যে, আনুমানিক চল্লিশ হাজারের অধিক উপস্থিতিকে আমরা উত্তমরূপে সামলাতে পারব কি-না। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহে আমি আশা করি যে, খুবই উত্তমভাবে আমাদের কর্মীরা তাদের ব্যবস্থাপনাকে সামলাতে পারবে।

মাশাআল্লাহ্ , এখন এখানে বসবাসকারীরা, বরং এখানে জন্মগ্রহণকারী এবং এখানে বেড়ে ওঠা ছেলেমেয়েরাও যারা এখন যুবক বয়সে উপনীত হয়েছে অথবা এমন বয়সে উপনীত হয়েছে, যখন স্বজ্ঞানে নিজ কাজ উত্তমরূপে সম্পাদন করার মত পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতা তাদের রয়েছে ।

গত রবিবার আমি তখন পর্যন্ত সম্পন্ন ব্যবস্থাপনা পর্যবেক্ষণ করেছিলাম আর আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহে প্রতিটি স্থানে, প্রতিটি বিভাগে আমি কর্মীদের খুবই কর্মতৎপর পেয়েছি। আর আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহে যেসব দুঃচিন্তা ছিল তা দূরও হয়ে গেছে।

একটি দীর্ঘ বিরতির পর বিস্তৃত পরিসরে জলসা অনুষ্ঠিত হচ্ছে বলে পাছে ব্যবস্থাপনার দিক থেকে কোনো ত্রুটি না প্রকাশ পেয়ে যায়– আল্লাহ্ তা'লাও ইনশাআল্লাহ্ তা'লা ব্যবস্থাপকদের এসব দুশ্চিন্তা দূর করে দিবেন, তবে শর্ত হলো, আমরা যেন সর্বদা আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহকে আকর্ষণ করার দিকে মনোযোগী থাকি। আমাদের কাজ আমাদের কোনো বিচক্ষণতা বা অভিজ্ঞতার ফলে সম্পন্ন হয় না, বরং সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহে সম্পাদিত হয়ে থাকে।

গত খুতবায় এ কারণে আমি কর্মীদের সংক্ষেপে একথাও বলেছিলাম যে, আল্লাহ্ তা'লা ও তাঁর রসূল (সা.)-এর শিক্ষায় প্রতিষ্ঠিত থেকে পরিশ্রম, উন্নত চরিত্র আর দোয়ার মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লার সাহায্য যাচনা করার মাধ্যমে সকল কর্মী এবং প্রত্যেক তত্ত্বাবধায়কের নিজ কাজ করা উচিত। এটি হলে আল্লাহ্ তা'লাও আশিসমণ্ডিত করবেন। আমরা নিঃস্বার্থ ভাবে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর অতিথিদের সেবার জন্য নিজেদের উপস্থাপন করেছি যারা সম্পূর্ণরূপে ধর্মীয় উদ্দেশ্যে এখানে একত্রিত হয়েছেন। অতএব পুনরায় আমি কর্মীদের বলছি, যে স্পৃহা নিয়ে (আপনারা) সবাই নিজেদেরকে সেবার জন্য উপস্থাপন করেছেন সেই স্পৃহাকে প্রতিষ্ঠিত রেখে যতদিনের ডিউটি রয়েছে তা পালন করুন। যেখানে অতিথিদের সেবা করার দায়িত্ব পালন করবেন সেখানে এই বিষয়টিও ভুলে যাবেন না যে, আল্লাহ্ তা'লার ইবাদতে র দায়িত্বও আমাদের পালন করতে হবে, নিজেদের নামাযেরও সুরক্ষা করতে হবে, এই পরিবেশের প্রতিটি মুহূর্ত কাজে লাগিয়ে নিজেদের পবিত্র রাখার চেষ্টা করতে হবে।

শুধু ডিউটি পালন করে এটি মনে করা উচিত নয় যে, আমাদের যে উদ্দেশ্য ছিল তা আমরা পূর্ণ করেছি। ইবাদত ছাড়া আমাদের উদ্দেশ্য পূর্ণ হতে পারে না। অতএব শিশু, যুবক, পুরুষ ও নারী যারা ডিউটি দিচ্ছেন, এই দায়িত্ব পালনের প্রতিও দৃষ্টি রাখুন। এরপর আজ আমি জলসায় আগত অতিথিদের উদ্দেশ্যেও কিছু কথা বলতে চাই। জলসায় অংশগ্রহণকারী প্রত্যেকের উদ্দেশ্যে বলছি– এটি মনে করবেন না যে, এই কথাগুলো যা আমি বলতে যাচ্ছি, তা

গতানুগতিকভাবে বলছি বা আমি বললাম আর আপনারা শুনে নিলেন– এতটুকুই যথেষ্ট। না! বরং এর ওপর আমল করা প্রয়োজন।

সর্বপ্রথম এবং গুরুত্বপূর্ণ কথা হলো, যারা এখানে জলসায় অংশগ্রহণের জন্য এসেছেন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর এই কথাটি সর্বদা স্মরণ রাখবেন যে, এই জলসা জাগতিক কোনো মেলা নয়।

(শাহাদাতুল কুরআন,রূহানী খাযায়েন, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ৩৯৫)

এই জলসায় অংশগ্রহণের পেছনে আমাদের একটি উদ্দেশ্য রয়েছে। আর সেই উদ্দেশ্য হলো নিজেদের আধ্যাত্মিক ও জ্ঞানগত অবস্থাকে উন্নত করা, চারিত্রিক অবস্থাকে উন্নত করা, আল্লাহ্ তা'লা ও তাঁর রসূল (সা.)-এর ভালোবাসা হৃদয়ে সৃষ্টি করা।

অতএব এরূপ চিন্তাচেতনা থাকলে তখন জাগতিক বিষয়াদির প্রতি মনোযোগ থাকবে না। আর জাগতিক বিষয়াদির প্রতি যদি দৃষ্টি না থাকে তাহলে জলসার কোনো কোনো ব্যবস্থাপনায় কিছুটা ঘাটতি থেকে গেলেও অতিথিরা তা অনুভব করবেন না, আর এটিই মনে করবেন যে, আয়োজকদের পক্ষ থেকে বা জলসার ব্যবস্থাপকদের পক্ষ থেকে কোনো ঘাটতি রয়ে গেলেও আমাদের কোনো ক্ষতি নেই; আমাদের উদ্দেশ্য কেবল নিজেদের আধ্যাত্মিক ও জ্ঞানগত অবস্থার উন্নয়ন সাধন আর তা আমরা জলসার কার্যক্রম ও বক্তৃতামালা দ্বারা উপকৃত হওয়ার মাধ্যমে করতে পারি।

অতএব প্রথম কথা হলো, প্রত্যেক আগমনকারী ও জলসায় অংশগ্রহণকারী এই বিষয়টিকে নিশ্চিত করুন, আমরা জলসার সময়ে এদিক-সেদিক ঘোরাঘুরি করার পরিবর্তে জলসার পুরো কার্যক্রম শুনব; জলসার নিয়মিত অধিবেশনগুলোর মাঝে যে বিরতি রয়েছে, যা খাবার বা নামায অথবা বন্ধুদের সাথে সাক্ষাৎ ইত্যাদির জন্যও হয়ে থাকে, সেটিকেও উত্তমরূপে ব্যবহার করব। অবসর সময় পেলে তাতে কেবল বাজারে কেনাকাটার জন্য ঘু রে বেড়াবেন না, বরং এখানে জামা'তের বইপুস্তকের স্টলে যাবেন যা ইশায়াত বিভাগের পক্ষ থেকে বসানো হয়েছে। অনুরূপভাবে বিভিন্ন কেন্দ্রীয় বিভাগ যেমন- 'মাখযানে তাসাভীর', 'রিভিউ অফ রিলিজিয়ন্স', তবলীগ ইত্যাদির তাঁবু রয়েছে, আর্কাইভ বিভাগের প্রদর্শনী রয়েছে– সেগুলো দেখুন আর নিজেদের ধর্মীয় এবং ইতিহাস সংক্রান্ত জ্ঞানও বৃদ্ধি করুন।

মোটকথা সকল দিক থেকে ষোলো আনা জাগতিক ঝামেলা থেকে পৃথক হয়ে একনিষ্ঠভাবে ধর্মীয় ও জ্ঞানগত উন্নতির উপকরণ সংগ্রহের চেষ্টা করুন। এটি হলে তখন পারস্পরিক ভালোবাসা এবং সম্পর্কের ক্ষেত্রে উন্নতি হবে, ব্যবস্থাপনা ও আয়োজকদের মাঝে বাআয়োজনে ঘাটতি থাকলেও তা দৃষ্টিগোচর হবে না, এমন প্রিয় এক পরিবেশ গড়ে উঠবে যা প্রকৃত মু'মিনদের পরিবেশের চিত্র তুলে ধরবে। যদি এমনটি না হয় তাহলে আমরা জলসায় সেই পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারব না যা জলসার (মূল) উদ্দেশ্য। দুর্বলতা খুঁজতে আরম্ভ করলে আর অভিযোগ করা আরম্ভ করলে এত বিশাল ও অস্থায়ী ব্যবস্থাপনায় ডজন ডজন অভিযোগ সৃষ্টি হতে পারে। নিখুঁত হওয়া তো সম্ভব নয়, বরং অনেক ঘাটতি বা দুর্বলতা দেখা যেতে পারে যা মনমস্তিষ্কে উদ্বেগ সৃষ্টি করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ খাবার পরিবেশন বিভাগের কথাই ধরুন, এতে সাধারণত অতিথিদের খাবার খাওয়ানোর ক্ষেত্রে সম্ভ াব্য সকল সুযোগ সুবিধাই দেওয়ার চেষ্টা করা হয়; তরকারি ইত্যাদির যেন ঘাটতি না হয়, খাবার পরিবেশনকারী কর্মীরাও যেন উত্তম ব্যবহার প্রদর্শনের মাধ্যমে অতিথিদের সঠিকভাবে সেবা করে। কিন্তু কখনো কখনো পরিমাণ কম -বেশি হয়ে যায় এবং সঠিকভাবে খাবার সরবরাহ করা সম্ভব হয় না। এতে কোনো রকম ক্ষোভ দেখানোর পরিবর্তে হাসিমুখে কর্মীদের অপারগতাকে মেনে নেওয়া উচিত।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদের সামনে এমন পরিস্থিতি দেখা দিলে কী আদর্শ রেখে গেছেন? এই ব্যাপারে তাঁর জীবনীর একটি ঘটনা বর্ণনা করছি। এভাবে লেখা হয়েছে,হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) একবার সফরে ছিলেন। কাজে ব্যস্ত ছিলেন, এজন্য তিনি রাতের খাবার সে সময়ে খান নি যখন খাবার পরিবেশন করা হয়েছিল এবং অন্য অতিথিদেরও খাওয়ানো হচ্ছিল। কর্মীরা খাবার রেখে দিয়ে থাকবে এবং খাবার খাওয়া হয়েছে কিনা তা না দেখেই কিছুক্ষণ পরে উঠিয়ে নিয়ে গিয়ে থাকবে। ব্যবস্থাপনাও এদিকে মনোযোগ দেয় নি যে তিনি (আ.) খাবার খান নি এবং কাজে ব্যস্ত রয়েছেন। যাহোক,গভীর রাতে তিনি (আ.) যখন ক্ষুধা অনুভব করলেন তখন তিনি খাবারের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে ব্যবস্থাপনার মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ে । তারা সবাই চিন্তিত হয়ে পড়লো কেননা খাবার যতটুকু ছিল উপস্থিত কর্মীরা সবাই খেয়ে ফেলেছে, কিছু অবশিষ্ট নেই। রাত গভীর ছিল এবং বাজারও বন্ধ ছিল। কোনো হোটেল থেকেও আনানো সম্ভব ছিল না। কোনোভাবে হুযূর (আ.) জানতে পারলেন, খাবার শেষ হয়ে গেছে এবং ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে থাকা ব্যক্তিরা তৎক্ষণাৎ খাবার রান্নার ব্যবস্থা করার ব্যাপারে চিন্তিত। তিনি (আ.) বললেন, চিন্তিত হবার প্রয়োজন নেই। দেখ, ডাইনিং টেবিলে রুটির টুকরো পড়ে থাকবে; সেগুলোই নিয়ে এসো। তিনি সেই টুকরোগুলো থেকেই কিছু খেয়ে নিলেন এবং ব্যবস্থাপকদের আশ্বস্ত করলেন।

বর্ণনাকারী বলেন, হুযূর (আ.) যদি সে সময় খাবার রান্না করার আদেশ দিতেন তাহলে আমাদের জন্য সম্মানের কারণ হতো। সেবা করার সুযোগ পেয়েছি মনে করে আমরা গর্ব অনুভব করতাম। আর এতে কল্যাণ ছিল। কিন্তু তিনি আমাদের কষ্ট হবে চিন্তা করে রান্না করা থেকে বিরত রাখেন এবং বলেন, কোনো প্রয়োজন নেই। [সীরাত হযরত মসীহ মওউদ (আ.), সংকলক-ইয়াকুব আলি ইরফানি সাহেব, পৃ:৩২২]

সুতরাং এটা সেই দৃষ্টান্ত যা আমাদের নিজেদের সামনে রাখা উচিত।

নির্ধারিত সময়ে খাবারের জন্য পৌঁছে না থাকলে বানিয়ে বানিয়ে কথাও বলা উচিত না। যা পাওয়া যায় তাই খেয়ে নেওয়া উচিত। কখনো কখনো তরকারি শেষ হয়ে গেলে তৎক্ষণাৎ ডাল রান্না করা হয় যেন অতিথিদের কেউ অভুক্ত না থাকে, কেননা এটি দ্রুত এবং সহজে রান্না হয়ে যায়। তাই অতিথিদেরও উচিত সানন্দে সেটা খেয়ে নেওয়া। একইভাবে তিনি এই শিক্ষাও দিয়েছেন যে, রুটি যেন নষ্ট না হয়। তিনি জানতেন, লোকেরা রুটির টুকরা ফেলে যায়। এজন্য তিনি বলেছেন, সেটাই নিয়ে এসো আমি খেয়ে নেব। এখানেও আমি অতিথিদেরকে বলবো, রুটি প্রস্তুতকারীদের সর্বোচ্চ চেষ্টা থাকে যেন রুটি ভালোভাবে সেঁকা হয়। কিন্তু কখনো কখনো হয়তোবা কোথাও কাঁচা থেকে যেতে পারে বা পুড়ে যেতে পারে। বেশি হলে সেটাকে ফেলে দেওয়া যেতে পারে, কিন্তু সবসময় নয়। যদি সামান্য কিছু ত্রুটি রয়ে যায় তাহলে রুটি নষ্ট করা উচিত নয়। এখানে রুটি প্ল্যান্ট চলে। অনেক সময় নিয়ে অনেক পরিশ্রম করে কর্মীরা এখানে কাজ করে। প্রত্যেক বছর কোনো না কোনো উন্নতিও তারা করে।

অতিথিদের এ কথাও স্মরণ রাখা উচিত যে এই খাবার প্রস্তুতকারী এবং রুটি যারা বানায় তারা কেউ এই পেশার সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তি নয়, বরং তারা স্বেচ্ছাসেবক এবং বিভিন্ন পেশার সাথে সম্পৃক্ত। এজন্য যে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে তারা সেবা করেন সেটাকে সর্বদা প্রশংসা করুন।

উন্নত নৈতিকতা প্রদর্শন করা, প্রসন্নচিত্ত হওয়া, একে অপরের সাথে হাসিমুখে সাক্ষাৎ করা, অন্যদের জন্য ত্যাগ স্বীকার করার স্পৃহা রাখা শুধু কর্মীদের কাজ নয়, বরং অতিথিদেরও বিশেষভাবে এই বিষয়টি দৃষ্টিতে রাখা উচিত।

যদি সচ্চরিত্র না থাকে তাহলে কিছুই নেই। কেবল কর্মীদের উত্তম আচরণে পরিবেশ শান্তিপূর্ণ হতে পারে না। বরং উপস্থিত সকলের উত্তম আচরণ প্রদর্শন করা উচিত। নারী পুরুষ উভয়েই এই বিষয়ের দিকে দৃষ্টি দিন।

আমি আগের বার হাদীসের বরাতে বলেছিলাম যে, হাসিমুখে থাকাও ঈমানের অংশ। হাস্যোজ্জ্বল থাকাও এক ধরনের সদকা। (জামিউত তিরমিযি, আবওয়াবুল বির ওয়াস সিলা, হাদীস-১৯৫৬) অতএব, এই বিষয়ে যত্নবান হওয়া উচিত।

জলসার ক্ষেত্রে উত্তম আচরণ প্রদর্শন করার বিষয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যে নির্দেশনা দিয়েছেন কিংবা অতিথিদের বিষয়ে যে নির্দেশনা দিয়েছেন তার মানদণ্ড কী? তিনি (আ.) বলেন, আমি সত্য সত্যই বলছি, যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ নিজের আরামের থেকে সাধ্যানুযায়ী নিজ ভাইয়ের আরামকে প্রাধান্য না দিবে– মানুষের ঈমান কখনো পূর্ণতা পেতে পারে না। যদি আমার এক ভাই আমার সামনে দুর্বলতা এবং অসুস্থতা সত্ত্বেও মাটিতে ঘুমায় আর আমি স্বাস্থ্যবান হয়েও খাট দখল করে নেই যেন সে এতে বসে না যায় তাহলে আমার অবস্থার জন্য পরিতাপ। যদি আমি না উঠি এবং ভালোবাসা ও সহানুভূতি প্রদর্শন করে নিজ খাট তাকে না দিই আর নিজের জন্য মাটির বিছানা পছন্দ না করি, যদি আমার ভাই অসুস্থ থাকে এবং কোনো কষ্টে অস্থির থাকে– তাহলে আমার অবস্থার জন্য ধিক যদি আমি তার বিপরীতে শান্তিতে শুয়ে থাকি এবং যতটা আমার জন্য সম্ভব তার আরামের ব্যবস্থা না করি। যদিআমার কোন ধর্মীয় ভাই নিজ প্রবৃত্তির বশবর্তী হয়ে আমার সাথে কোনো কঠিন ভাষা ব্যবহার করে তাহলে আমার ওপর ধিক যদি আমিও জেনেশুনে তার সাথে খারাপ ব্যবহার করি। জলসার পরিবেশের জন্য এগুলো অত্যন্ত জরুরী। যদিও আমার উচিত ছিল তার কথায় ধৈর্য ধারণ করা এবং নিজের নামাযে তার জন্য কেঁদে কেঁদে দোয়া করা, কেননা সে আমার ভাই এবং আধ্যাত্মিকভাবে অসুস্থ। যদি আমার ভাই সরল প্রকৃতির হয় কিংবা স্বল্পজ্ঞানী হয় বা সরলতার কারণে তার থেকে কোনো ভুল হয়ে যায় তাহলে তার সাথে কোনো ঠাট্টা করা উচিত না, বা ভ্রুকুটি করে উষ্মা দেখানো উচিত না বা দুরভিসন্ধিমূলকভাবে তার দোষত্রুটি বলে বেড়ানো উচিত না। এসব হলো ধ্বংসের পথ।

যতক্ষণ পর্যন্ত তার হৃদয় কোমল না হবে, যতক্ষণ পর্যন্ত সে তার নিজ সত্তাকে সবার থেকে ছোট না মনে করবে এবং সকল প্রকার অহংকার দূর না হবে– ততক্ষণ পর্যন্ত সে মু 'মিন হতে পারে না। জাতির সেবক হওয়াই নেতা হওয়ার লক্ষণ। দরিদ্রের সাথে কোমল আচরণ করা এবং বিনয়ের সাথে কথা বলা খোদার কাছে গ্রহণযোগ্য হওয়ার লক্ষণ। অন্যায়ের জবাব পুণ্যের মাধ্যমে দেয়া পুণ্যের লক্ষণ। রাগ সংবরণ করা এবং অপমান নীরবে সহ্য করা উচ্চমানের বীরত্ব।"

(শাহাদাতুল কুরআন, রূহানী খাযায়েন, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ৩৯৫-৩৯৬)

তিনি (আ.) এই নীতিগত নির্দেশনাগুলো তার অনুসারীদের জন্য দিয়েছেন। অতএব, এই হলো মৌলিক নৈতিক গুণ যা সবসময়, বিশেষ করে জলসার দিনগুলোতে অনেক বেশি প্রদর্শন করা উচিত। যদি আমরা এই নীতিতে এই তিনদিন প্রতিষ্ঠিত থাকি তাহলে কিছুটা হলেও এগুলো অভ্যাসে পরিণত হবে আর দৈনন্দিন জীবনেও আমরা এসব কাজ করতে পারবো। কিন্তু শর্ত হলো, এটি যেন মাথায় থাকে যে, আমি আমার আধ্যাত্মিক ও চারিত্রিক সংশোধনের জন্য জলসায় গিয়েছিলাম। 'আমি জলসাতে কী শিখতে এসেছি' - এই চেতনাই স্থায়ীভাবে সেই সুন্দর সমাজ প্রতিষ্ঠা করবে যা অন্যের অধিকার আদায় করার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করে। নিজের ওপর আপন ভাইকে প্রাধান্য দেয়া সাধারণ কোনো কাজ নয়, বিরাট সংগ্রামের কাজ। এজন্য তিনি বলেছেন, এটির সম্পর্ক ঈমানের সাথে। তার ঈমানই সঠিক নয় যার মাঝে কুরবানীর এবং অন্যের অধিকার আদায়ের চেতনা নেই। আল্লাহ্ তা'লা কোনো সাধারণ কাজে বড় পুরস্কার দেন না, বরং তাকেই সীমাহীন পুরস্কারে ভূষিত করেন যিনি চেষ্টা-সাধনায় অগ্রগামী। মানুষের অধিকার আদায় করা অনেক কঠিন কাজ। এজন্য হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) একস্থানে বলেন, কখনো কখনো আল্লাহ্‌র অধিকার আদায় হয়ে যায়, কিন্তু বান্দার অধিকার আদায় করা অনেক কঠিন কাজ। (মালফুযাত, ৮ম খণ্ড, পৃ: ১৯)

সুতরাং প্রত্যেকের এ চিন্তাধারাকে সামনে রাখা উচিত যে, আমরা নিজ সত্তার ওপর নিজ ভাইদের প্রাধান্য দিব। যদি আমাদের প্রত্যেকের মাঝে এরূপ চিন্তা সৃষ্টি হয়ে যায় যে, আমাকে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য অন্যের অধিকারও আদায় করতে হবে, তাহলে এমন সমাজ ভালোবাসা ও সৌহার্দ্যপূর্ণ সমাজে পরিণত হবে।

কেবলমাত্র জলসার তিনদিনই এই ভালোবাসা ও হৃদ্যতা প্রকাশের জন্য হয় না, বরং সারা জীবনই ভালোবাসা ও সৌহার্দ্যপূর্ণ হয়ে যায়। তিনি এই পবিত্র সমাজ প্রতিষ্ঠার জ ন্য কত সুন্দর সুন্দর উপদেশ দিয়েছেন! তিনি বলেন, কেউ কোনো কটু কথা বললে আমার প্রতিক্রিয়াও যদি তেমনটি হয় তাহলে আমার জন্য পরিতাপ!

তার প্রতি কঠোর আচরণ করার পরিবর্তে আমার উচিত তার জন্য দোয়া করা। এটি সেই সমাজ যা ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে চায় আর এটি সেই সমাজ যা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তার অনুসারীদের মাঝে দেখতে চেয়েছেন। তিনি কত সুন্দর কথা উল্লেখ করেছেন যে, যার মাঝে কিছু বদভ্যাস বিদ্যমান সে আধ্যাত্মিকভাবে অসুস্থ।

আমার জন্য তার চিকিৎসা করা অথবা করানো আবশ্যক। এই কথাটি কেবলমাত্র অন্যের সংশোধনের জন্য নয়, বরং নিজের সংশোধনের জন্যও প্রয়োজন। বরং অন্যের চেয়ে অধিক নিজের সংশোধনের জন্য আবশ্যক, কেননা অন্যের আধ্যাত্মিক ব্যাধির চিকিৎসা তখনই সম্ভব যখন মানুষ নিজে এ ব্যাধি থেকে মুক্ত থাকবে।

সুতরাং এ সমস্ত ব্যাধি থেকে মুক্ত থাকার জন্য অন্যের দোষ খোঁজা থেকে বিরত থাকতে হবে। নিজেদের হৃদয়গুলোকে অন্যদের জন্য কোমল করতে হবে। নিজের ভেতর থেকে সব ধরনের অহংকার দূর করতে হবে।

সুতরাং এ বিষয়ে মেজবানদেরও ভাবা উচিত এবং জলসায় অংশগ্রহণকারীদেরও অনেক ভাবা উচিত। যদি একে অপরের দোষত্রুটিকে উপেক্ষা করা এবং শান্তি ও সহানুভূতির পরিবেশ সৃষ্টি করার চেষ্টা করেন তাহলে এই তিন দিন সেই উদ্দেশ্য অর্জনে সহায়ক হবে যার জন্য আমরা এখানে একত্রিত হয়েছি।

অনেক সময় ছোটছোট কারণে বিতণ্ডা শুরু হয়ে যায় এবং এমন পরিবেশ তৈরি হয় যে, একে অপরকে গালমন্দ করতে শুরু করে, এমনকি হাতাহাতি পর্যন্ত হয়ে যায়। যদি এরূপ পরিবেশ সৃষ্টি হয় এবং আবেগ নিয়ন্ত্রণ করা না হয় তাহলে জলসায় না আসাই উত্তম। অনুরূপভাবে দায়িত্বরত কর্মীরা যদি নিজেদেরকে নিয়ন্ত্রণ করতে না পারেন তাহলে তারা যেন ডিউটি না করে। ট্রাফিকের বিষয়ে বিশেষতঃ অভিযোগ এসে থাকে। পার্কিংয়ের স্থান সীমাবদ্ধ। গাড়ির সংখ্যানুযায়ী পার্কিং বানানো হয়। এবার সম্ভবত গাড়ি বেশি হবে, স্থান অপ্রতুল। যদি অন্য কোনো স্থানে প্রেরণ করা হয় তাহলে সহযোগিতামূলকভাবে প্রত্যেক অতিথির সেখানে চলে যাওয়া উচিত। সাধারণত আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় মানুষ সহযোগিতা করে থাকে; আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় জামাতের সদস্যদের এরূপ তরবিয়ত আছে। কিন্তু কতক এমন স্বভাবের হয়ে থাকে অর্থাৎ রাগী স্বভাবের হয়ে থাকে অথবা মনে করে, অন্যত্র গেলে আমাদের প্রোগ্রাম নষ্ট হয়ে যাবে, আমাদের জলসাগাহে পৌঁছাতে দেরি হয়ে যাবে। তাই এমন মানুষদের খেয়াল করা উচিত, ব্যবস্থাপনার অপারগতাও বুঝা উচিত। যদি জলসার প্রতি এতটাই একনিষ্ঠতা থাকে তাহলে সময়ের পূর্বেই চলে আসুন। এছাড়া যারা ডিউটি করেন তারা এসব লোকের সাথে দ্বন্দ্বে জড়ানোর পরিবর্তে ভালোবাসার সাথে তাদেরকে বোঝান। আল্লাহ্ তা'লা করুন,পারস্পরিক কঠোর আচরণের একটি ঘটনাও যেন আমাদের সামনে না আসে। আল্লাহ্ তা'লা অতিথিদেরও তৌফিক দিন, তারা যেন কোনো বিভাগের কর্মীকে কোনো ধরনে র পরীক্ষায় না ফেলেন এবং আল্লাহ্ তা'লা কর্মীদের মনোবলও বৃদ্ধি করুন।

আল্লাহ্ তা'লা করুন, এই তিন দিন যেন কেবলমাত্র আমাদের তারানা ও নযম পাঠ এবং সম্প্রীতি ও ভালোবাসার গুণগান করার দিন না হয়, বরং এই তিন দিনের তরবিয়তের মাধ্যমে সেই অভ্যাস গড়ে উঠুক যা সমাজে ভালোবাসাপূর্ণ এক এমন পরিবেশ প্রতিষ্ঠাকারী হবে যা প্রকৃত ইসলামী সমাজের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বারংবার বিভিন্ন স্থানে আমাদেরকে এরূপ পবিত্র চিন্তাধারা পোষণ করার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যেখানে কেবল পুণ্য এবং পবিত্রতা থাকবে। একস্থানে অতিথিদের নিজ দায়িত্বের প্রতি এবং পবিত্র চিন্তাধারার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করে তিনি বলেন,

পুণ্য কেবল একারণে করা উচিত যেন খোদা তা'লা সন্তুষ্ট হন, তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন হয় এবং এটি না দেখে যে, এতে সওয়াব হবে কি হবে না; তাঁর নির্দেশের ওপর আমল করা উচিত। ঈমান তখনই পরিপূর্ণ হয়ে থাকে যখন এই কুমন্ত্রণা ও সন্দেহ মাঝ থেকে উঠে যাবে। অর্থাৎ কেবল এ চিন্তা যেন না থাকে যে, আমি যে কাজ করব কেবল সওয়াব পাওয়ার জন্যই করব। না, বরং আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি লাভের জন্য করতে হবে। এটি যদিও সত্য যে, আল্লাহ্ তা'লা কারো পুণ্যকর্ম বিনষ্ট করেন না; إِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ - আল্লাহ্ তা'লা সৎকর্মশীলদের প্রতিদান কখনো বিনষ্ট করেন না। (সূরা তওবা, পৃ: ১২০) কিন্তু পুণ্যকর্ম সম্পাদনকারীদের প্রতিদানের দিকে দৃষ্টি রাখা উচিত নয়। কোনো অতিথি যদি এখানে কেবল এজন্য আসেন যে, সেখানে আরাম পাবে, ঠাণ্ডা শরবত পাওয়া যাবে কিংবা সুস্বাদু খাবার পাওয়া যাবে-তবে তার আসা কেবল এসব খাবারের জন্য। যদিও মেজবানের এটি দায়িত্ব - সে যেন যথাসম্ভব অতিথি আপ্যায়নে ত্রুটি না করে এবং তাদেরকে আরামে রাখে আর সে তা করেও, কিন্তু অতিথিদের এমন চিন্তা তাদের জন্য ক্ষতির কারণ।"
(মালফুযাত, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩৭১-৩৭২)

অতএব এটি সেই চিন্তাধারা যা প্রত্যেক অতিথির দৃষ্টিপটে রাখা উচিত। কতক অতিথি যাদের কোনো আত্মীয়স্বজন এখানে নেই, জামা'তী ব্যবস্থাপনার অধীনে থাকেন কিন্তু কখনো কখনো আবাসনের জন্য এমন এমন দাবি উত্থাপন করে বসেন যা সরবরাহ করা কঠিন হয়ে যায়। একইভাবে আরো কিছু সুযোগসুবিধা সরবরাহ করা সম্ভব ন য়, কেননা জলসার এ বিস্তৃত আয়োজনে এসব সুযোগসুবিধা দেয়া সম্ভব নয়। সাধারণত মানুষ তা বুঝতেও পারে। এই কেবল দুদিন পূর্বেকার কথা, একটি পরিবার আমার সাথে সাক্ষাৎ করতে আসে। তারা যদিও ব্যবস্থাপনাকে অনেক পূর্বে জানিয়েছিল কিন্তু ভুলবুঝাবুঝির কারণে থাকার ব্যবস্থা সেরূপ করা সম্ভব হয় নি। ফলে তারা কোনো আত্মীয়ের বাসায় থাকার ব্যবস্থা করেছে। যদিও তাদের সে আত্মীয়ের বাসাও অনেক ছোটো। নীচে ম্যাট্রেস বিছিয়ে কিংবা বিছানা বিছিয়ে শুয়ে পড়বে আর এভাবে মেজবান ও অতিথি উভয়কেই কষ্টের শিকার হতে হবে, কিন্তু এরপরও তারা আনন্দিত যে জলসা শুনতে পারবে। আর এ কথাগুলো তারা আমার জিজ্ঞেস করাতে হাসিমুখেই বলেছিল। কোনো অভিযোগ করে নি। কতক এমন যারা আমার সাথে সাক্ষাৎ করেন তাদের প্রকৃতি দেখে আমার মনে হয়, তারা জামা'তী ব্যবস্থাপনার অধীনে থাকতে পারবে না, কিন্তু তারা আনন্দের সাথে থাকেন। আমারধারণার বিপরীতে তারা আনন্দের সাথে থাকেন। আর অধিকাংশ লোকই এমন হয়ে থাকে।কিন্তু আবার এমনও অনেক মানুষ হয়ে থাকেন যাদের অনেক অভিযোগ -অনুযোগ থেকে থাকে।

খুশিমনে আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির খাতিরে যদি এ দিনগুলো কাটানো যায় তবে আল্লাহ্ তা'লা অন্যভাবে এর প্রতিদান দিবেন।

এখানেও যেসব আবাসন রয়েছে, তাঁবু বা গণআবাসন ইত্যাদি, আমার ধারণামতে সেগুলোও অধিক লোক সমাগমের কারণে ভরে গিয়ে থাকবে। হয়ত এমন ব্যবস্থা করতে হতে পারে যেখানে কষ্টের আশংকা থাকবে, কিন্তুঅতিথিদের খুশিমনে তা মেনে নেওয়া উচিত। যাহোক, অতিথি-মেজবান উভয়েরই দায়িত্ব হলো, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যেভাবে বলেছেন, যতটা সম্ভব সুযোগসুবিধা সরবরাহ করা উচিত, আর অতিথিদের সামান্য কষ্ট সহ্য করার আল্লাহ্ তা'লা প্রতিদান দেবেন-এটিও তাদের দৃষ্টিপটে রাখা উচিত আর আল্লাহ্ তা'লার কাছ থেকে প্রতিদান লাভ করার চেষ্টা করা উচিত।

সমাজে শান্তিতে ও নিরাপদে বসবাস করা, শান্তি ও নিরাপত্তার পরিবেশ সৃষ্টি করা এবং শান্তি ও নিরাপত্তা বিস্তারের জন্য মহানবী (সা.) কী নসীহত করেছেন?

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

দোয়ার জন্য হৃদয় যখন বেদনায় পূর্ণ হয়ে যায় এবং সকল আবরণকে বিদীর্ণ করে ফেলে, সেই সময় বুঝে যাওয়া উচিত যে দোয়া কবুল হয়েছে। এটি মহান নাম। **(মালফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১০০)**

দোয়াপ্রার্থী: **Pervez Hossain Sb, Bolpur, Birbhum**

একবার মহানবী (সা.)-এর সমীপে এক ব্যক্তি উপস্থিত হয় এবং নিবেদন করে, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! কেমন ইসলাম সর্বোত্তম, কোন ইসলাম সর্বোত্তম? মহানবী (সা.) উত্তরে বলেন, অভাবীদের খাবার খাওয়াও এবং পরিচিত বা অপরিচিত সবাইকে সালাম দাও।

(সহীহ বুখারী,কিতাবুল ঈমান, হাদীস-১২)

সমাজে ভালোবাসা ও ভ্রাতৃত্ববন্ধন সৃষ্টি করা এবং শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার জন্য এটি সেই অনিন্দ্য সুন্দর মূলনীতি যা অবলম্বন করা হলে একটি শান্তি ও নিরাপত্তাপ্রসারী সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়।

পৃথিবীতে অনেক বিশৃঙ্খলা কেবল এজন্য হয় যে, দরিদ্ররা (দিন দিন) দরিদ্রতর হচ্ছে। আজও (পৃথিবীতে) কোটি কোটি মানুষ আছে যাদের দু বেলার খাবার জোটে না। (আবার) খাবারের ব্যবস্থা হলে বাসস্থান নেই। এখানে এই দেশগুলোতে, যাদেরকে ধনী দেশ বলা হয়, এখানেও এমন বিষয় রয়েছে। এখানে যুক্তরাজ্যেও, যেটিকে ধনী রাষ্ট্র বলা হয়, তাদের অবস্থা পূর্বের মতো না হলেও অনেকের তুলনায় ভালো অবস্থায় আছে। হাজার হাজার শিশু পথেঘাটে পড়ে আছে, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির কারণে খাবারও ঠিকমতো জোটে না আবার বাসস্থানেরও ব্যবস্থা নেই। এজন্যই ইসলামের মৌলিক শিক্ষা হচ্ছে, ক্ষুধার্তকে আহার করাও। হায়! যদি মুসলমানরা এই মূলনীতিকে অনুধাবন করতো এবং তাদের সরকার নিজ নাগরিকদের অধিকার প্রদানকারী হতো এবং তা রা যদি কেবল নিজেদের ভাণ্ডার না ভরে দরিদ্র ও অভাবীদের অভাব মোচন করে সমাজ থেকে অস্থিরতা ও যুলুম-অত্যাচার দূর করতো! বর্তমানে এ কারণেই অনেক বেশি অস্থিরতা (সমাজে) বিরাজ করছে।

পুনরায় (তিনি) বলেন, সালাম দাও। যাহোক, আমি তো সামগ্রিকভাবে কথা বলেছি। নিজেদের সমাজে সালামের প্রথা প্রচলনের জন্য (তিনি) দিকনির্দেশনা প্রদান করেছেন। সালাম কেবল মুখে বলে দেওয়ার নাম নয়, বরং মানুষ যখন অন্তর থেকে সালাম করে তখন শান্তি পৌঁছানোর, ছড়িয়ে দেওয়ার চিন্তাধারাও হৃদয়ে লালন করে। একে অপরের জন্য পবিত্র আবেগ-অনুভূতি রাখে, তার কষ্ট দূর করার চেষ্টাও করে এবং দোয়াও করে থাকে। অতএব, এই দিনগুলোতে প্রত্যেক আহমদীর শান্তির বার্তা পেঁৗছানোর বা আসসালামু আলাইকুমের প্রচলন করার এবং নিজেদের মাঝে একে অপরের জন্য পবিত্র আবেগ-অনুভূতি সৃষ্টি করার চেষ্টা করা উচিত।

মানুষ তাদের সাথে প্রফুল্ল চিত্তে সাক্ষাৎ করে এবং খুবই আন্তরিকতার সাথে তাদেরকে সালাম করে যাদের কাছ থেকে তারা উপকৃত হচ্ছে অথবা তাদের সাথেও প্রফুল্ল হয়ে সাক্ষাৎ করে যাদের সাথে (তাদের) সাধারণ সম্পর্ক রয়েছে। কিন্তু প্রকৃত শান্তি ও নিরাপত্তা তখন প্রতিষ্ঠিত হয় যখন সেই সকল মানুষ, যাদের হৃদয়ে পরস্পরের প্রতি তিক্ততা রয়েছে, তা দূরীভূত হয় আর অন্তর থেকে একে অপরের জন্য নিরাপত্তার দোয়া করা হয়।

অতএব, এই জলসায় এমন লোকদেরও তিক্ততা দূরীভূত করে শান্তির বার্তা পৌঁছানোর চেষ্টা করা উচিত এবং সার্বিকভাবে এই পুরো পরিবেশে শান্তির বার্তা ছড়িয়ে দিতে থাকা উচিত। আল্লাহ্ তা'লা সকলকে এর ওপর আমল করার তৌফিক দান করুন এবং জলসার এই পুরো পরিবেশ পরিপূর্ণরূপে শান্তি ও নিরাপত্তার পরিবেশে পরিণত হোক বরং উন্নত চরিত্র (অর্জন) ও বান্দার অধিকার প্রদান করা আমাদের জীবনের স্থায়ী অংশে পরিণত হোক।

জলসার ব্যবস্থাপনাসমূহের প্রেক্ষাপটে কতিপয় সাধারণ বিষয়ের প্রতিও দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যেগুলোর প্রতি সবার খেয়াল রাখা উচিত। প্রথম বিষয় হচ্ছে, জলসার (সমস্ত) কার্যক্রম নীরবতা ও মনযোগ সহকারে শুনুন এবং এই চেষ্টা করা উচিত। এমনটি করা উচিত নয় যে, কিছু বক্তৃতা শুনবেন আর কিছু (বক্তৃতা) শুনবেন না। এ বিষয় সম্পর্কে পূর্বেই আমি বলেছি যে, জলসাগাহে এসে বসুন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এ বিষয়টিকে কঠোরভাবে অপছন্দ করেছেন যে, কতিপয় বক্তার বক্তৃতা শ্রবণ করা হয় এবং তাদের (উত্তম) অগ্নিঝরা বক্তৃতা পছন্দ করা হয় এবং কতিপয় (বক্তার বক্তৃতা) শ্রবণ করা হয় না। (মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৩৯৮-৪০১) বক্তারা অনেক পরিশ্রম করে বক্তৃতাসমূহ প্রস্তুত করে থাকেন। সকল অংশগ্রহণকারীর জলসার পুরো কার্যক্রমে উপস্থিত থেকে আধ্যাত্মিকভাবেএবং জ্ঞানের ক্ষেত্রে উপকৃত হওয়ার চেষ্টা করা উচিত।

সেইসাথে জলসার দিনগুলোতে যিকরে এলাহী এবং দরূদ শরীফ পাঠের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিন। বর্তমানে এমনিতেই মহররম অতিক্রান্ত হচ্ছে, বিশেষ করে আজ ১০ই মহররম। এই দিনগুলোতে দরূদ শরীফ পাঠ করা উচিত আর তা এই চেতনা সহকারে পাঠ করা উচিত যে, আল্লাহ্ তা'লা মহানবী (সা.)-এর মান-মর্যাদাকে উত্তরোত্তর উন্নীত করুন, মহানবী (সা.)-এর বার্তাকে সাফল্য এবং বিজয় দান করুন, মহানবী (সা.)-এর শরীয়তকে সুপ্রতিষ্ঠিত করুন এবং শ্রেষ্ঠত্ব দান করুন, উম্মতের স্বপক্ষে মহানবী (সা.)-এর যাবতীয় দোয়া থেকে আমরা যেন কল্যাণমণ্ডিত হতে পারি এবং এই উম্মতকে আল্লাহ্ তা'লা যেন সর্বপ্রকার ক্ষয়ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করুন।

মুসলমানরা আজ আল্লাহ্ তা'লা এবং তাঁর রসূলের নামে কী না করে বেড়াচ্ছে? তারা ইসলামের ভাবমূর্তি নষ্ট করে রেখেছে । আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে সুমতি দিন আর তারা যেন যুগ ইমামকে মান্যকারীও হতে পারে। জুমু আর দিন দোয়া গৃহীত হয়; এই বিষয়টি দোয়ার মাঝে স্মরণ রাখুন। আল্লাহ্ তা'লা এবং তাঁর রসূলের নাম নিয়েই আজকের এই দিনেই এসব তথাকথিত মুসলমানরা মহানবী (সা.)-এর আধ্যাত্মিক এবং দৈহিক বংশধরের ওপর অত্যাচার করেছিল। বর্তমানে এসব লোক একই অত্যাচার মহানবী (সা.)-এর আধ্যাত্মিক উত্তরসূরী এবং মসীহ্ মওউদ (আ.) এবং তাঁর জামা'তের ওপর করছে।

বর্তমানে পাকিস্তানে অত্যন্ত কষ্টকর পরিস্থিতি বিরাজমান। জামাতের বিরোধীরা সব দিক থেকে জামাতের ক্ষতিসাধনের চেষ্টা করে যাচ্ছে আর বলে, রসূলপ্রেমের কারণে আমরা এসব করছি, আর আহমদীরা নাঊযুবিল্লাহ্ মহানবী (সা.) -এর অবমাননা করছে! অথচ আমাদের ঈমানের ভিত্তিই হলো মহানবী (সা.)-কে খাতামান নবীঈন মানা এবং তাঁর (সা.) আনীত শরীয়তের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করা। প্রকৃতপক্ষে আমরাই মহানবী (সা.)-এর আদেশে সাড়া দিয়ে আগমনকারী মসীহ্ মওউদ (আ.) এবং প্রতিশ্রুত মাহ্দীকে মেনেছি।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর রসূলপ্রেম কোন মানে উপনীত ছিল এবং এজন্য আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে কী সম্মানে ভূষিত করেছেন এ সম্পর্কে তিনি (আ.) বলেন–একবার আমার নিমগ্নচিত্তে দরূদ শরীফ পাঠ করায় অর্থাৎ মহানবী (সা.)-এর প্রতি দরূদ প্রেরণে এক সুদীর্ঘক্ষণ নিমগ্নতা ছিল। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, খোদা তা'লার পথগুলোঅত্যন্ত সূক্ষ্ম আর তা মহানবী (সা.)-এর ওসীলা (বা মাধ্যম) ছাড়া লাভ করা অসম্ভব। যেমনটি খোদা তা'লাও বলেন, وَابْتَغُوْٓا اِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ (ওয়াবতাগু ইলাইহিল ওয়াসীলাহ্) (আল মায়েদা-৩৬) ।তখন দীর্ঘকাল অতিবাহিত হওয়ার পর কাশফী অবস্থায় আমি দেখলাম, দু জন পানি সরবরাহকারী আসে, একজন ভিতরের পথ দিয়ে এবং অন্যজন বাইরের পথ দিয়ে আমার ঘরে প্রবেশ করেন এবং তাঁদের (উভয়ের) কাঁধে নূরের মশক ছিল। পানি নয় বরং নূরের মশক বহন করা অবস্থায় ছিলেন এবং তারা বলেন, হাযা বিমা সাল্লাইতা 'আলা মুহাম্মাদিন (সা.) অর্থাৎ তুমি মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.) -এর প্রতি যে দরূদ প্রেরণ করেছ তারই প্রতিদানে এসব নূরের উপঢৌকন দেওয়া হয়েছে। (হাকীকাতুল ওহী, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২২, পৃ: ২২, পৃ: ১৩১)

সুতরাং এই ছিল তাঁর রসূলপ্রেমের প্রকৃত চিত্র আর এভাবে আল্লাহ্ তা'লাও তাঁকে (আ.) পুরস্কারে ধন্য করেছেন। আর তিনি (আ.) অসংখ্য স্থানে এ বিষয়টি প্রকাশ করেন যে, আমি যা কিছু পেয়েছি মহানবী (সা.)-এর মাধ্যমে আর তাঁর (সা.) প্রতি দরূদ প্রেরণের মাধ্যমে এবং রসূলপ্রেমে বিলীন হয়েই লাভ করেছি। সুতরাং তোমরা আমাকে কীভাবে হযরত মুহাম্মদ (সা.) থেকে পৃথক বলে মনে করো? মোটকথা, এ দিনগুলোতে যিকরে এলাহীর পাশাপাশি বিশেষ করে দরূদের প্রতি মনোযোগ রাখুন । আল্লাহ্ তা'লা মহানবী (সা.)-কে যেসব কল্যাণরাজির প্রতিশ্রুতি দান করেছেন সেগুলোকে অচিরেই সমগ্র বিশ্বে বিস্তৃতি দান করুন।

জলসাগাহে বিশেষ করে মহিলারা এ বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখুন, যেসব শিশুর কিছুটা বোধবুদ্ধি রয়েছে তাদেরকে এই বিষয়টি বোঝান যে, জলসার সময় তাদের নীরবে বসতে হবে। শৈশবের তরবিয়তই মননে, মস্তিষ্কে প্রোথিত হয়ে যায়। যেসব মহিলা শিশুদের মার্কিতে বসেন তারাও কথাবার্তা কম বলে জলসার কার্যক্রম মনোযোগ দিয়ে শোনার চেষ্টা করুন। এমন অভিযোগ আসে যে, শিশুরা হৈ-চৈ কম করে; মহিলারা তাদের অজুহাতেপরস্পর বেশি কথা বলে। সুতরাং এদিকে খেয়াল রাখা উচিত।

অনুরূপভাবে নিরপত্তার দৃষ্টিকোণ থেকে পুরুষ ও নারী জলসাগাহে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক সদস্যকে তার পারিপার্শ্বিকতার প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। এটি নিরাপত্তার ক্ষেত্রে বিরাট বড় একটি মাধ্যম। অনুরূপভাবে যেসব দিকনির্দেশনা আপনাদের অনুষ্ঠানসূচিতে লিখিত আছে সেগুলো মনোযোগ সহকারে পাঠ করুন এবং তা পালন করুন। আল্লাহ্ তা'লা সবাইকে সর্বোত্তম উপায়ে জলসা থেকে কল্যাণমণ্ডিত হওয়ার তৌফিক দান করুন; সর্বপ্রকার অনিষ্ট থেকে রক্ষা করুন আর আমাদের ওপর তাঁর দয়া এবং অনুগ্রহ বর্ষণ করুন।

****

যুগ ইমামের বাণী

ইসলামের সুরক্ষা এবং সত্যের উদ্ঘাটনের জন্য সর্বপ্রথম তোমরা প্রকৃত মুসলমানের নমুনা হয়ে দেখাও।

(মালফুযাত , ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৬১৫)

দোয়াপ্রার্থী: **Saeen Mir and Family, Kogram, Nalhati (Birbhum)**

যুগ ইমামের বাণী

যাঁর আশিস ও কল্যাণের ধারা সদা প্রবাহমান, তিনিই হলেন জীবিত নবী। (মালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৬২৯)

দোয়াপ্রার্থী: **Qazi Abdur Rashid, Basantapur, 24 PGS (S)**

কর্মকর্তাদের নিজেদের সংশোধন করা উচিত এবং পর্যালোচনা করা উচিত যে, যা কিছু তারা করছে তা কুরআনের শিক্ষাসম্মত কি না, আল্লাহ্ তা'লা এবং আঁ হযরত (সা.)-এর শিক্ষা সম্মত কি না। যদি কর্মকর্তাগণ নিজেদের পদের প্রতি সুবিচার করেন এবং খোদাভীতির স্পৃহা থেকে নিজেদের দায়িত্বাবলী পালন করেন তবে তাদেরকে ছাড় দেওয়া যেতে পারে এবং সেক্ষেত্রে সেই সব লোকের উপর অভিযোগ বর্তাবে যারা কর্মকর্তার বিরুদ্ধে নেতিবাচক কথা বলছে।

আপনার ব্যক্তিগত মতানৈক্য থাকতে পারে যার নিষ্পত্তি সম্ভব কিম্বা আপনি উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ বা যুগ খলীফার কাছে বিষয়টি নিয়ে যেতে পারেন। একথা বোঝানোর পরও যদি সে ক্ষান্ত না হয় বা হঠধর্মিতা প্রদর্শন করে, তবে আপনি তার জন্য দোয়া করুন এবং কিছু সময়ের জন্য তার সঙ্গে মেলামেশা বন্ধ করে দিন যাতে সে বুঝতে পারে যে, যা কিছু সে বলছিল তা ভুল ছিল। কিন্তু সেই সঙ্গে তার জন্য দোয়া করতে থাকুন। আপনি যদি মনে করেন, এটা জামাতের সুনাম হানির কারণ হচ্ছে কিম্বা জামাতের ক্ষতি করছে তবে আপনার উচিত উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষকে অবগত করা যে, এই ব্যক্তি জামাতের ব্যবস্থাপনার বিরুদ্ধে কথা বলছে, কেবল কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে নয়, বরং জামাতের বিরুদ্ধেও। এটা আপনার কর্তব্য।

ইমাম জামাত আহমদীয়া হযরত আমীরুল মোমেনীন হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আ.) গত ২৩ শে অক্টোবর ২০২১ তারিখে পশ্চিম কানাডার মজলিস খুদামুল আহমদীয়ার ছাত্রদের সঙ্গে অন লাইন সাক্ষাত

ইমাম জামাত আহমদীয়া হযরত আমীরুল মোমেনীন হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আ.) গত ২৩ শে অক্টোবর ২০২১ তারিখে পশ্চিম কানাডার মজলিস খুদামুল আহমদীয়ার ছাত্রদের সঙ্গে অন লাইন সাক্ষাত করেন। হুযুর আনোয়ার এই সাক্ষাতানুষ্ঠানের জন্য ইসলামাবাদ (টিলফোর্ড) স্থিত এম.টি.এ স্টুডিও থেকে অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন। অপরদিকে ১১৫ জন খুদ্দাম ছাত্র বায়তুন নুর মসজিদ (ক্যালগিরি) থেকে অনলাইনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। কুরআন করীমের তিলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। এরপর ছাত্ররা একে একে নিজেদের প্রশ্ন করার সুযোগ পায়।

একজন খাদিম নিবেদন করেন, 'হুযুর! এ বিষয়টা প্রকাশ্যে এসেছে যে, অনেক খুদ্দাম স্নাতক হওয়ার পরও ছাত্রদের জন্য নির্ধারিত হারে চাঁদা দিচ্ছে।

হুযুর আনোয়ার বলেন, যদি তারা কাজ করে থাকে বা ভাতা পেয়ে থাকে বা কোন স্কলারশিপ বা কোন হাতখরচ পেয়ে থাকে তবে তাদের সেই অনুসারেই চাঁদা দেওয়া উচিত যা তারা নিয়মিত পেয়ে থাকে। আর যাদের কোন আয় নেই, পিতামাতার কাছ থেকেও কোন হাত খরচ পায় না কিম্বা কোন স্কলারশিপও পায় না(তারা সেই অনুসারে চাঁদা দিতে পারে) । অনেক ছাত্র গবেষণার কাজে যুক্ত, যৎসামান্য অর্থ বা ভাতা তারা পেয়ে থাকে, তারা সেই অনুপাতেই চাঁদা দিবে। তাই আপনি তাদের ব লতে পারেন যে, যদি তোমরা আয় কর তবে আয় অনুসারে চাঁদা দেওয়াই শ্রেয়। কেননা এই চাঁদা তোমরা সদর মজলিস খুদ্দামুল আহমদীয়া বা জামাতকে দিচ্ছ না। বরং কেবল আল্লাহ্ তা'লার ভালবাসা ও সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য দিচ্ছ। এটি কুরআনের আদেশগুলির মধ্যে একটি আদেশ। এটি কুরআন করীমের প্রারম্ভিক আদেশাবলীর মধ্যে একটি আদেশ। তাই তারা যদি বলে আমরা নিজেদের প্রাত্যহিক চাহিদা পূরণ করছি আর নির্ধারিত হারে চাঁদা দিতে পারব না, তবে তারা সদর সাহেবকে আবেদন জানাতে পারেন যে, খুদ্দামের চাঁদা থেকে কিছুটা ছাড়া তাদের দেওয়া হোক। আর যদি এটা জামাতীয় চাঁদা হয় তবে জামাতের ব্যবস্থাপনার কাছে অনুমতি নিতে পারেন যে, অমুক অমুক কারণে নির্ধারিত হারে চাঁদা দিতে অপারগ। আমরা তো তাদেরকে কেবল অনুরোধ করতে পারি, উপদেশ দিতে পারি, তাদেরকে বাধ্য করতে পারি না। যদি তারা বুঝে যায় যে, চাঁদা আল্লাহ্ তা'লার কারণে দিচ্ছে আর আল্লাহর ভালবাসা অর্জনের জন্য দিচ্ছে, কেননা আল্লাহ্ তা'লা আদেশ করেছেন যে, নিজেদের উন্নতির জন্য চাঁদা দাও আর জামাতের দৈনন্দিন খরচের জন্য চাঁদা দাও। তারা যদি এই বিষয়টি অনুধাবন করতে পারে যে, এই চাঁদা এক বিশেষ ও সৎ উদ্দেশ্যের জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে, তবে তারা চাঁদাও দিবে। তাই আপনাদের তাদেরকে বোঝাতে হবে যে, এই চাঁদা আপনারা কোথায় খরচ করছেন। আমি যখন তাহরীকে জাদীদের নতুন বছরের ঘোষণা করি, তখন প্রায়ই আমি এই বিবরণও দিয়ে থাকি যে, এই অর্থ আফ্রিকায় এই এই কাজে খরচ হচ্ছে, কাদিয়ানে অমুক কাজে বা ভারতে অমুক কাজের জন্য খরচ হচ্ছে, বা পৃথিবীর অন্য কোথাও (খরচ হচ্ছে)। পরে অনেকে আমাকে লেখে যে, আপনার খুতবা শোনার পর আমাদের মধ্যে এই চেতনা তৈরী হয়েছে যে কেন চাঁদা দেওয়া উচিত। তারা একথাও লেখে যে, এখন আমরা নিজেদের সামর্থ্য ও নির্ধারিত হার অনুযায়ী দিব। তাই তাদেরকে ভ্রান্ত পথে পিছনে সরিয়ে দেওয়ার পরিবর্তে দৃষ্টি আকর্ষণ করুন যে তাদের দায়িত্বালী কি কি আর কি কারণে তাদের চাঁদা দেওয়া উচিত। 'কেন' (প্রশ্নটি) নতুন প্রজন্মের মধ্যে বহুল প্রচলিত। তাই আপনাদেরকে এই কেন-র উত্তর দিতে হবে, আর এই কেন-র সমাধান খুঁজে বের করতে হবে।

একজন খাদিম প্রশ্ন করে যে, অনেক সময় মানুষ জামাতের ব্যবস্থাপনার বিরুদ্ধে কথা বলে। এমতাবস্থায় আমাদের করণীয় কি?

হুযুর আনোয়ার বলেন, প্রথম কথা হল কর্মকর্তাদের নিজেদের সংশোধন করা উচিত এবং পর্যালোচনা করা উচিত যে, যা কিছু তারা করছে তা কুরআনের শিক্ষাসম্মত কি না, আল্লাহ্ তা'লা এবং আঁ হযরত (সা.)-এর শিক্ষা সম্মত কি না। যদি কর্মকর্তাগণ নিজেদের পদের প্রতি সুবিচার করেন এবং খোদাভীতির স্পৃহা থেকে নিজেদের দায়িত্বাবলী পালন করেন তবে তাদেরকে ছাড় দেওয়া যেতে পারে এবং সেক্ষেত্রে সেই সব লোকের উপর অভিযোগ বর্তাবে যারা কর্মকর্তার বিরুদ্ধে নেতিবাচক কথা বলছে। অনেক সময় কর্মকর্তাদের আচরণের কারণে কিছু মানুষ কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে। তাই প্রথম কথা হল, জামাতের কর্মকর্তাদের এ বিষয়ের প্রতি যত্নবান থাকতে হবে যে, তাদের কারণে জামাতের সদস্যরা যেন কোন প্রকার নেতিবাচক আচরণ না দেখে। তারা কেন কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বা তাদের সম্পর্কে কটুক্তি করে? কারণ, তারা নিজেরা ব্যক্তিগতভাবে এমন অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছে, তাই তারা এমন অভিযোগ করে। আর সেই ব্যক্তিগত অভিযোগের কারণে তারা জামাতের বিরুদ্ধেও কথা বলে। তাই

অভিযোগকারী যদি আপনার ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয় তবে আপনি তাকে বোঝাতে পারেন যে এটা অন্যায়। কোন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে কোন ব্যক্তিগত অভিযোগ থাকলেও আপনি জামাতের ব্যবস্থাপনার বিরুদ্ধে কোন অন্যায় কথা বলতে পারেন না। আপনার ব্যক্তিগত মতানৈক্য থাকতে পারে যার নিষ্পত্তি সম্ভব কিম্বা আপনি উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ বা যুগ খলীফার কাছে বিষয়টি নিয়ে যেতে পারেন। একথা বোঝানোর পরও যদি সে ক্ষান্ত না হয় বা হঠধর্মিতা প্রদর্শন করে, তবে আপনি তার জন্য দোয়া করুন এবং কিছু সময়ের জন্য তার সঙ্গে মেলামেশা বন্ধ করে দিন যাতে সে বুঝতে পারে যে, যা কিছু সে বলছিল তা ভুল ছিল। আর এই কারণে তার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু দূরে সরে গেছে। কিন্তু সেই সঙ্গে তার জন্য দোয়া করতে থাকুন। আপনি যদি মনে করেন, এটা জামাতের সুনাম হানির কারণ হচ্ছে কিম্বা জামাতের ক্ষতি করছে তবে আপনার উচিত উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষকে অবগত করা যে, এই ব্যক্তি জামাতের ব্যবস্থাপনার বিরুদ্ধে কথা বলছে, কেবল কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে নয়, বরং জামাতের বিরুদ্ধেও। এটা আপনার কর্তব্য। কিন্তু প্রথম কথা হল, তাদেরকে নসীহত করুন, যদি সে আপনার কাছের বন্ধু হয় তবে তাকে শান্তভাবে বোঝান যে, এটা ভাল কথা নয়, এভাবে কথা বলতে নেই। এটা জামাতের ক্ষতি করবে, বরং আপনার জন্য ক্ষতির কারণ হবে। তাই এখানেই ক্ষান্ত হোন। এভাবে আপনি নসীহত করতে পারেন। যদি সে প্রায়শ্চিত্ত করার চেষ্টা না করে তবে তার সঙ্গ ত্যাগ করুন। কিন্তু সঙ্গ ত্যাগ করলেই হবে না, বরং তার জন্য দোয়াও করা উচিত যে, আল্লাহ্ তা'লা যেন তাকে পথভ্রষ্ট হওয়া থেকে রক্ষা করেন।

একজন খাদিম প্রশ্ন করে যে, অতিমারির সময় আমাদের জীবনে অনেক পরিবর্তন এসেছে। কিছু ইতিবাচক পরিবর্তনও ঘটেছে। যেমন হুযুর আনোয়ারের ক্লাসের মাধ্যমে সাক্ষাতের সৌভাগ্য লাভ হওয়া যা আমরা এখনও লাভ করছি। আমরা কবে সরাসরি সাক্ষাত করতে পারব? এ বিষয়ে আপনার মতামত কি?

হুযুর আনোয়ার বলেন: এই মুহূর্তে আপনি কানাডার ক্যালগেরিতে বসে আছেন যা এখান থেকে আট হাজার কিমির বেশি দূরে অবস্থিত। তাই আপনি যখনই লন্ডনে আসলে আমার সঙ্গে সাক্ষাত করতে পারেন। আমি ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষাত করা শুরু করেছি। কিন্তু এটা ছাড়াও আল্লাহ্ তা'লা একটা নতু পথ আমাদের জন্য উন্মুক্ত করেছেন। তাই এর থেকে আমরা উপকৃত হচ্ছি। কিন্তু এর জন্য সেই পথটিও বন্ধ হয় নি, সেটাও খোলা আছে। আর আপনি যদি বলে আমি কানাডা কবে আসব আপনাদের সঙ্গে সাক্ষাত করতে? তবে সে কথা আল্লাহ্ তা'লাই ভাল জানেন। কিন্তু যতদূর আপনাদের সম্পর্ক, আপনারা লন্ডনে সাক্ষাতের জন্য আসতে পারেন। ইসলামাবাদে, লন্ডনে নয়। বেশ।

একজন খাদিম প্রশ্ন করেন যে, অনেক সময় আমরা দেখি, একজন কর্মকর্তা কোন সিদ্ধান্ত নিয়ে কিছুটা দ্বিধান্বিত থাকেন, অথচ সেই সিদ্ধান্ত সামগ্রিকভাবে গৃহীত হয়ে থাকে। যেমন- আমেলার মিটিংয়ে। এমন পরিস্থিতি বিবেচনায় হুযুর আনোয়ারের দিক-নির্দেশনা কি?

হুযুর আনোয়ার বলেন: বর্তমান বিশ্বে আমরা গণতন্ত্রকে গ্রহণ করে থাকি। যখন মজলিসে আমেলার সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যরা কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তবে সেই সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়ার চেষ্টা করা উচিত এবং তা পালন করা উচিত। যদি কোন সিদ্ধান্ত শুরার বৈঠকে গৃহীত হয় তবে শুরার বৈঠকে গৃহীত যে কোন সিদ্ধান্ত খলীফাতুল মসীহর কাছে একটি প্রস্তাব হিসেবে উপস্থাপিত হয় আর আপনাদের সমস্ত প্রস্তাব আমার এখানে এসে জমা হয়। আমার অনুমোদন পাওয়ার সংশ্লিষ্ট জামাত বা প্রতিষ্ঠানকে তা বাস্তবায়নের জন্য পাঠানো হয়। যদি শুরার সিদ্ধান্তের বিষয়ে তাদের কোন সংশয় থাকে, তবে এর অর্থ হল তারা খলীফাতুল মসীহর সিদ্ধান্তকে মেনে নিতে অস্বীকার করছে। তারা যদি খলীফাতুল মসীহর সিদ্ধান্ত মেনে নিতে অস্বীকার করে তবে তাদের আহমদী হয়ে কি লাভ? অনেক সময় লোকে বলে এটা 'মারুফ' সিদ্ধান্ত নয়। আর মারুফ এর অর্থ হল প্রত্যেক সিদ্ধান্ত যা কুরআন করীম, ইসলামী শিক্ষা সম্মত এবং সুন্নতের অনুসারী। 'মারুফ' এর পরিভাষাও কুরআন করীমে ব্যবহৃত হয়েছে। হযরত খলীফাতুল মসীহ

১১ পাতার পর.....

জলসা সালানা যুক্তরাজ্য হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর উদ্বোধণী ভাষণের প্রধান প্রধান অংশগুলো

জলসা সালানা ইউকে-২০২৩হুযূর (আই.)-এর উদ্বোধনী বক্তৃতার মূল বিষয়গুলো

তাকওয়ার বিষয়ে মূল্যবান নসীহত

১) জলসা সালানার উদ্দেশ্যের মধ্যে মূল হলো 'তাকওয়া অর্জন'। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তাঁর মান্যকারীদের জলসা করার একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য বলেছেন আর তা হলো, 'তারা যেন পুণ্য ও তাকওয়ায় অগ্রগতি লাভ করে।' আর যখন পুণ্য ও তাকওয়া লাভ হবে তখন খোদা লাভ হবে। আর খোদা লাভ হলে, আল্লাহ্‌র নির্দেশিত রাস্তায় অবশ্যই চলবে। আর আল্লাহ্‌র রাস্তায় চললে, হুকুকুল্লাহ ও হুকুকুল ইবাদ আদায়ে অলস, অমনোযোগী হতে পারে না।

২) হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তাঁর মান্যকারীদের শুধু এতটুকু বলেন নি, তোমরা তাকওয়া অর্জন করো বরং এক গভীর স্নেহ ও মমতার সাথে পবিত্র কুরআন ও রসূল (সা.)-এর বাণী এবং মহানবী (সা.)-এর আদর্শের আলোকে তাকওয়ার পথও আমাদের দেখিয়েছেন। আর বলেছেন, আমার মান্যকারীরা তাকওয়ার রাস্তায় পরিচালিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'লা তাকওয়া ছাড়া অন্য কোনো বিষয়ে সন্তুষ্ট নন। আল্লাহ্ বলেছেন–ইন্নাল্লাহা মাআল্লাযিনাত্ তাকাও ওয়াল্লাযিনা হুম মুহসিনূন।

৩) হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, মুত্তাকী সে, যে আল্লাহ্ র ভয় হৃদয়ে রাখে। যে সর্বদা তাঁর সন্তুষ্টি চায়।

কিন্তু এক্ষেত্রে মুহসিনের মর্যাদা ভিন্ন। শুধু নিজে আল্লাহ্‌র হিকমতের আওতায় আসা নয়, বরং নিজে আসার পর সমগ্র জগৎকে আল্লাহ্‌র হিফাযতের আওতায় নিয়ে আসার চেষ্টা করা। অর্থাৎ মুহসিনের মর্যাদা মুত্তাকীর উপরে। এজন্য আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, মুমিন-মুত্তাকী হও, এরপর মুহসিনও হও।

৪) হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, তাকওয়া হলো পাপের সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্ম বিষয় থেকে বাঁচা। কিন্তু স্মরণ রাখবে, নেকি এতটুকু নয়, এক ব্যক্তি বলবে, আমি পুণ্যবান, কেননা আমি কারো মাল আত্মাসাৎ করি না, যিনা করি না, গীবত করি না। এমন পুণ্য আরেফ তথা তত্ত্বজ্ঞানীদের কাছে হাসির বিষয়। কেননা সে যদি চুরিডাকাকি, যিনা করে তাহলে শাস্তি পাবে। এটা আসল পুণ্য নয়। বরং আসল পুণ্যকর্ম হলো মানবজাতির সেবা করা আর আল্লাহ্‌র রাস্তায় পূর্ণ নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা প্রদর্শন। তাঁর রাস্তায় প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জনের জন্য প্রস্তুত হয়ে যাওয়া।

৫) হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আত্মার ৩টি অবস্থা বর্ণনা করেছেন । প্রথম হলো 'নফসে আম্মারা'। এ স্তরে মানুষ শয়তান ও প্রবৃত্তির বান্দা থাকে। তাকওয়ার প্রথম স্তর হলো এটা থেকে নিজেকে পবিত্র করা। দ্বিতীয় হলো 'নফসে লাউওয়ামা'। এ স্তরে মানুষের দ্বারা গুনার কাজ তো হয়ে যায়। কিন্তু তার আত্মা তাকে তিরস্কার করে। এ অবস্থায় মানুষ শয়তান ও নিজের মাঝে এক যুদ্ধের অবস্থায় অতিবাহিত করে। তৃতীয় স্তর হলো, 'নফসে মুতমাইন্না ।'। এটা এমন স্তর যেখানে সব যুদ্ধ শেষ হয়ে যায়। সে পূর্ণ বিজয় লাভ করে। এজন্য এর নাম নফসে মুতমাইন্না রাখা হয়েছে। পূর্ণ প্রশান্তি লাভ করে মানুষের সব শক্তি তার নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। তখন প্রকৃতিগতভাবেই সে নেকির কাজ করতে থাকে।

৬) আজ ও আগামীকাল এক অবস্থায় থাকা মুমিনের উচিত নয়। উন্নতি করা উচিত। এমন তাকওয়া অবলম্বন করলে, তাকওয়ার মান এমন হলে যে কল্যাণ লাভ হয় সে প্রসঙ্গে বলেন, এমন লোকদের অদৃশ্য থেকে এক প্রতাপ দান করা হয়। *তাকওয়ার পথে বিচরণকারীদের আরেকটি উপকার হলো, আল্লাহ্ তাদের অভিভাবক হয়ে যান। তিনি প্রত্যেক বিপদ থেকে তাদেরকে বাঁচান। তিনি এমন স্থান থেকে তাদের রিযক দেন, যা তারা চিন্তাও করতে পারে না। তাকওয়ার আরেকটি কল্যাণ হলো, আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে সব ধরনের মুসিবত ও বিপদ থেকে মুক্তি দেন, রক্ষা করেন। মুত্তাকীর আরেকটি চিহ্ন হলো, সে তার কোনো শক্তিসমূহ অপচয় করে না। বরং এগুলোর বৈধ ব্যবহার করে খোদার নির্দেশে পরিচালিত হয়।

৭) হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, ইসলামের সেবার জন্য তাকওয়ার প্রয়োজন। এটিকে ইসলামের সেবার ভিত্তি রাখা হয়েছে। তোমরা যদি আল্লাহ্ আশ্রয়ে আসো তাহলে তোমরা আল্লাহ্‌র ধর্মের সেবা করার সুযোগ পাবে।

৮) দেখো! মুসলমানদের অবস্থা দিন দিন দুর্বল হচ্ছে। জগৎ তাদের হীন ও অসম্মানের দৃষ্টিতে দেখে। অভ্যন্তরীণ অবস্থাও এমন দুর্বল যেন ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। এটা থেকে আহমদীদের আজ শিক্ষা নেওয়া উচিত।

৯) আমার জামাতের লোকেরা আমার মুরিদ হয়ে আমাকে দুর্নাম করবেন না। প্রতিবেশীদের উপর ভালো প্রভাব সৃষ্টি করুন। যা অন্যরা করে তা আহমদীরা করলে এটা লজ্জার কারণ হবে।

১০) প্রকৃত আহমদীদের সাথে আল্লাহ্ তা'লার কি ওয়াদা এ বিষয়ে বলেন,জায়িলুল্লাযিনাত্ তাবাউকা ফাওকাল্লাযিনা কাফারু ইলা ইয়াওমিল কিয়ামা-এই ওয়াদা পূর্বের মসীহ্‌র সাথে ছিল। এখন এ ওয়াদা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর প্রতিও।

লাজনা ইমাইল্লাহ্ সদস্যাদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাষণের মূল বিষয়গুলো

২৯ জুলাই, ২০২৩ ৫৭তম ইউকে জলসা উপলক্ষে হাদীকাতুল মাহদীতে লাজনা ইমাইল্লাহ্ সদস্যাদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাষণে হুযূর (আই.) ইসলামের প্রাথমিক যুগে মুসলমান নারী সাহাবীদের বিভিন্ন পর্যায়ে আত্মোৎসর্গতার কতিপয় অনুপম দৃষ্টান্ত তুলে ধরেন।

তাশাহহুদ, তাআউয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর (আই.) বলেন, আজ আমি আপনাদের সামনে নারী সাহাবীদের কতিপয় ঘটনা উপস্থাপন করব যাতে তাদের আল্লাহ্ তা'লা ও তার রসূল (সা.) এর প্রতি ভালাবাসা, ধর্মের জন্য নিজেকে এবং নিজেদের সন্তানদেরকে উৎসর্গ করার নমুনা, আর্থিক কুরবানীর উন্নত মান এবং সন্তানদের তরবিয়তে তাদের ভূমিকার বিরল দৃষ্টান্ত বিদ্যমান। এ সমস্ত নারী সাহাবীরাও জগৎপিপাসু ছিল এবং পার্থিব লোভ লালসাও ছিল, কিন্তু তারা আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য লাভের জন্য এতটা চেষ্টা সাধনা করতেন, এরূপ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেছেন যে, তা কিয়ামত পর্যন্ত দ্যুতি ছড়াতে থাকবে। এরূপ অসংখ্য ঘটনা রয়েছে সবগুলো বর্ণনা করা সম্ভব নয়। তাই এর মধ্য থেকে কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করছি:

১. ইবাদত ও আল্লাহ্ তা'লার প্রতি ভালবাসার বিষয়ে হযরত হামনা বিনতে জাহাশ সম্পর্কে বর্নিত হয়েছে, মহানবী

(সা.) যখন মসজিদে প্রবেশ করেন তখন দুই খুটির মধ্যে একটি রশি বাঁধা ছিল। মহানবী (সা.) এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে জবাব দেয়া হল, হামনা এটি বেঁধেছে কেননা সে ইবাদত করতে করতে যখন ক্লান্ত হয়ে যায় তখন এর সাহায্য নেয়। মহানবী (সা.) বলেন, তার যতটুকু সামর্থ রয়েছে ততটুকু ইবাদত করা উচিত। এরপর অপারগ হলে বিশ্রাম বা বিরতি নেয়া উচিত। হযরত যয়নব (রা.) সম্পর্কেও একই ঘটনা বর্ণিত হয়েছে।

এটি ছিল নারী সাহাবীদের ইবাদতের এবং আল্লাহ্ তা'লার সাথে সম্পর্ক স্থাপনের প্রতি অকৃত্রিম ও গভীর আগ্রহ।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আব্বাস তার মায়ের ব্যপারে বর্ণনা করেন, আমার মায়ের রোযার প্রতি এতটা ভালবাসা ছিল যে, তিনি প্রতি বৃহস্পতিবার রোযা রাখতেন। হুযূর (আই.) বলেন, অতএব এরূপ মানে সে যুগের মহিলারা পৌঁছেছিলেন যার ব্যপারে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, নারী পুরুষের প্রতিদান পাওয়ার ক্ষেত্রে কোন পার্থক্য নাই, বরং উভয়ে সমান প্রতিদান পাবেন। তারা ইবাদতের এত উচ্চ মানে পৌঁছেছিলেন যে এক সময় তাদেরকে বাধা দিতে হত।

২. এরপর হুযূর (আই.) মহানবী (সা.) এর প্রতি ভালাবাসার কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করেন। উহুদের যুদ্ধে যখন মহানবী (সা.) এর নিহত হওয়ার সংবাদ চারিদিকে ছড়িয়ে যায়, মহিলারা এটি শুনে পাগলের ন্যায় উহুদের প্রান্তরের দিকে ছুটে আসতে থাকে। এক মহিলা সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি দৌড়াতে দৌড়াতে সেখানে পৌছে যান আর কোন সৈন্য দেখলে তিনি জিজ্ঞেস করতেন, মহানবী (সা.) এর কি খবর? কেউ বলত, তোমার পিতা মারা গেছে। এভাবে কাউকে জিজ্ঞেস করলে সে বলত, তোমার পিতা বা স্বামী বা ভাই মারা গেছে। কিন্তু তিনি সেদিকে ভ্রুক্ষেপ করতেন না বরং সবাইকে এটিই জিজ্ঞেস করতেন যে, রসুলুল্লাহ্ (সা.) এর কি খবর? তিনি ভাল আছেন তো? অবশেষে যখন একজন বলে যে, হ্যাঁ! আল্লাহ্‌র রসূল জীবিত আছেন তখন তিনি কিছুটা শান্ত হন এবং দৌড়ে তাঁর কাছে গিয়ে তার চাদর ধরে ফেলেন। মহানবী (সা.)ও তাকে দেখে বললেন, আমি অত্যন্ত দুঃখিত যে, তোমার পিতা, স্বামী এবং ভাই যুদ্ধে শহীদ হয়েছে। তিনি তৎক্ষণাৎ বলে উঠেন, আপনি যেহেতু জীবিত আছেন তাই আমি আর কারো মৃত্যুতে ভ্রুক্ষেপ করি না।

আরেকটি ঘটনা। মহানবী (সা.) উহুদের যুদ্ধের পর যখন মদীনায় প্রবেশ করছিলেন তখন শিশু ও মহিলারা তাকে স্বাগত জানানোর জন্য মদীনার বাইরে এসে অবস্থান করছিল। সা'দ বিন মু'আয মহানবীর উটের রশি ধরে সামনে অগ্রসর হচ্ছিলেন। সা'দের মা সেদিকে আসছিলেন। তার এক সন্তান সেই যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন। সা'দ তাকে দেখে বলেন, আমার মা হয়ত তার সন্তানের শাহাদতের সংবাদে কষ্ট পেয়েছেন। এটি শুনে মহানবী (সা.) তাকে সান্তনা দেয়ার জন্য বললেন, আফসোস! আপনার এক সন্তান যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন। বৃদ্ধার দৃষ্টিশক্তি ক্ষীন হয়ে গিয়েছিল। তাই তিনি এদিক সেদিক তাকাচ্ছিলেন। পরিশেষে তার দৃষ্টি মহানবী (সা.) এর দিকে পড়ে। এরপর তিনি তার কাছে এসে নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! যে মুহুর্তে আমি আপনাকে নিরাপদ দেখেছি সেই মুহুর্তে আমি আমার শোক ও দুঃখকে গিলে খেয়ে ফেলেছি। নারীদের এত মহান আত্মোৎসর্গতা ছিল যার ফলে ইসলাম চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছে।

৩. নারী সাহাবীরা মহানবী (সা.) এর ইচ্ছাশক্তিকে নিজের ইচ্ছার উপর প্রাধান্য দিতেন। বর্ণিত হয়েছে, উম্মুল মুমিনিন হযরত হাবিবা তার পিতার মৃত্যু এবং উম্মুল মুমিনিন হযরত যয়নব তার ভাইয়ের মৃত্যুর তিন দিন পর সুগন্ধি লাগাচ্ছিলেন আর বলছিলেন, খোদার কসম! এখন আমার এ সুগন্ধি লাগানোর প্রয়োজন ছিল না, কিন্তু মহানবী (সা.) বলেন, যে আল্লাহ্ ও পরকালে ঈমান রাখে তার জন্য কারো মৃত্যুর পর তিন রাতের বেশি শোক করা বৈধ নয়। (তবে এ নিয়ম স্বামীর মৃত্যুর সময় ব্যতিত কেননা সে সময় মহিলাদের চার মাস দশ দিন পর্যন্ত ইদ্দত পালন করতে হয়)

হযরত ফাতেমা বিনতে কায়েস বলেন, মহানবী (সা.) আব্দুর রহমানের মাধ্যমে আমার কাছে উসামা বিন যায়েদকে বিয়ের প্রস্তাব দেন। উসামা একজন দাস ছিলেন যার ব্যপারে মহানবী (সা.) পূর্বেই বলেছিলেন, যে আমাকে ভালবাসে তার উসামাকে ভালবাসা উচিত। সুতরাং মহানবী (সা.) যখন আমাকে বিয়ের প্রস্তাব দিলেন

তখন আমি বললাম, আমি আমার বিষয় আপনার কাছে সোর্পদ করছি। আপনি যার সাথে আমাকে বিয়ে দিতে চাইবেন আমি তাতেই সম্মত আছি।

৪. এরপর হুযূর (আই.) নারী সাহাবীদের আর্থিক কুরবানীর কতিপয় ঘটনা উল্লেখ করেন। হযরত খাদিজা (রা.) তার সবকিছু মহানবী (সা.) এর জন্য উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন। মহানবী (সা.)ও তাকে অনেক ভালবাসতেন। হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) যখনই বাইরে যেতেন হযরত খাদিজার কথা স্বরণ করতেন। এতে আমার খুব রাগ লাগত। একদিন মহানবী (সা.) যখন তার কথা বললেন, আমি বললাম, তিনি তো এক বৃদ্ধা ছিলেন আল্লাহ তা'লা তার পরিবর্তে আপনাকে আরো উত্তম স্ত্রী দান করেছেন। এটি শুনে মহানবী (সা.) রাগতস্বরে বললেন, না! আল্লাহ্ আমাকে তার পরিবর্তে তার চেয়ে উত্তম স্ত্রী দান করেননি। সে সেই সময় আমার উপর ঈমান এনেছে যখন মানুষ আমাকে অস্বীকার করেছে। সে তখন আমার সত্যায়ন করেছেন যখন মানুষ আমাকে মিথ্যাবাদি আখ্যা দিয়েছে। সে তখন আমাকে সম্পদ দিয়েছে যখন মানুষ আমার কাছ থেকে সম্পদ আটকে রেখেছিল। আল্লাহ্ আমাকে তার মাধ্যমে সন্তান দান করেছেন যা অন্য কারো মাধ্যমে দান করেননি। হযরত আয়েশা বলেন, এরপর আমি মনে মনে বলি, আমি তার সম্পর্কে আর কোনদিন মন্দ কিছু বলব না।

অন্যান্য স্ত্রীরাও মহানবী (সা.) এর আর্থিক কুরবানীর উন্নত দৃষ্টান্ত দেখিয়েছেন। হযরত আয়েশাও কোন অংশে কম ছিলেন না। তার সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন যুবায়ের বলেন, আমি আয়েশার চেয়ে অধিক দানশীলা অন্য কাউকে দেখি নি। একবার আমীর মুয়াবিয়া তাকে এক লাখ দিরহাম প্রেরণ করেছিলেন। তিনি সন্ধা হতে হতে সব দান করে দেন, এমনকি নিজের জন্য কিছু রাখেন নি। ঘটনাচক্রে তিনি সেদিন রোযা রেখেছিলেন, অথচ ইফতারের জন্য কিছু ছিল না।

একবার মহানবী (সা.)-কে তার স্ত্রীগণ জিজ্ঞেস করেন, হে আল্লাহ্র রসূল! আমাদের মধ্যে কে সর্বাগ্রে আপনার সাথে সাক্ষাত করবে। মহানবী (সা.) বলেন, যার হাত সবচেয়ে দীর্ঘাকৃতির। এটি শুনে তারা নিজেদের হাত মাপছিলেন। হযরত আয়েশা বলেন, আমাদের মধ্যে সওদার হাত সবচেয়ে লম্বা ছিল। কিন্তু পরে আমরা বুঝতে পেরেছি যে, হাত দীর্ঘ হওয়ার অর্থ অধিক সদকা প্রদানকারী। আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সদকা প্রদানকারীনী ছিল যয়নব। এছাড়া মহানবী (সা.) এর যুগে নারীদেরকে ধর্মের খাতিরে আর্থিক কুরবানীর আহ্বান করলে তারা স্বতস্ফুর্তভাবে নিজেদের স্বর্ণালংকার প্রদান করতেন। হুযূর (আই.) বলেন, আজও এরূপ লাজনা আছেন যারা ধর্মের খাতিরে নিজেদের স্বর্ণালংকার উৎসর্গ করে দেন বা প্রচুর পরিমাণে আর্থিক কুরবানী করেন।

৫. ইসলামের খাতিরে নারী সাহাবীরা নিজেদের কষ্টকে বরণ করে নিতেন। কাফেররা কত অত্যাচার করত, কিন্তু তারা নিজেদের ঈমানে অবিচল থাকতেন। হযরত আম্মারের পিতা এবং মাতা সুমাইয়্যাকেও কাফেররা অনেক কষ্ট দিত। মহানবী (সা.) তাদের প্রতি অত্যাচার দেখে তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেন, হে ইয়াসেরের বংশধর! ধৈর্য্য অবলম্বন কর। খোদা তোমাদের জন্য জান্নাত প্রস্তুত করে রেখেছেন। এর কিছুদিন পর মার খেতে খেতে ইয়াসের শাহাদত বরণ করেন এবং তার স্ত্রী সুমাইয়্যাকেও আবু জাহল উরুতে বর্ষা মেরে যা উরু ভেদ করে পেটে প্রবেশ করে আর এভাবে তিনিও শাহাদতের মর্যাদা লাভ করেন। ধর্মের জন্য আরেক নারীর জীবন উৎসর্গ করার ঘটনা। হযরত উম্মে শারিদ যখন ইসলাম গ্রহণ করেন তখন তার মুশরিক আত্মীয়রা তাকে একটি দুষ্ট উটের উপর চড়িয়ে দেয়। এরপর তাকে মধুর সাথে রুটি দিতে থাকে কিন্তু পানের জন্য পানি দিত না এবং তাকে প্রচন্ড রোদে দাড় করিয়ে রাখত যাতে সে অজ্ঞান হয়ে যেত। তারা তিনদিন পর্যন্ত এ অত্যাচার চালাতে থাকে। এরপর তারা তাকে বলে, তুমি যে ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত আছ তা ছেড়ে দাও। তখন তিনি বলেন, আমি তাদের কথা বুঝতে পারছিলাম না। শুধু আকাশের দিকে আঙ্গুল দিয়ে বলা হচ্ছিল একত্ববাদকে ছেড়ে দাও। তখন আমি কেবল একথা বলেছি যে, আল্লাহ্র কসম! আমি মরে যাব কিন্তু একত্ববাদকে পরিত্যাগ করতে পারব না। এ ধরণের অনেক ঘটনা দৃষ্টান্ত রয়েছে যারা ঈমানকে সুরক্ষার জন্য নিজেদের অঙ্গীকার পূর্ণ করেছেন।

৬. অনুরূপভাবে তারা ধর্মের খাতিরে নিজেদের কামনা বাসনাকেও বিসর্জন দিতেন। রসুলুল্লাহ্ (সা.) এর যুগে সবচেয়ে ভয়ংকর যুদ্ধ ছিল সেটি যখন এই সংবাদ আসে যে, রোম সেনাবাহিনী আরবের উপর আক্রমণ করতে আসছে। তাদের প্রবল শক্তিমত্তা ছিল। আরবের দুই লাখ জনসংখ্যার বিপরীতে রোমের জনসংখ্যা তখন দুই কোটির উপরে ছিল। পরিস্থিতি প্রতিকূল দেখে মহানবী (সা.) আরবের বাইরে গিয়ে যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এরপর প্রায় ১০হাজার মুসলমান এ যুদ্ধে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। মহানবী (সা.) এক সাহাবীকে পূর্বেই কোথাও প্রেরণ করেছিলেন। সেই সাহাবী যখন মদীনায় ফিরে আসেন ততক্ষণে মহানবী (সা.) মদীনা থেকে যাত্রা করে ফেলেছিলেন। কয়েকদিন পর আসার কারণে সেই সাহাবী স্বভাবতঃ তার স্ত্রীকে ভালবেসে কাছে টানকে চেয়েছিল। কিন্তু তার স্ত্রী তাকে এক ঝাটকায় দূরে সরিয়ে দিয়ে বলে, রসুলুল্লাহ্ (সা.) যুদ্ধযাত্রা করেছেন আর তুমি এখন স্ত্রীকে ভালবাসতে এসেছ? এর ফলে সেই সাহাবীর উপর এত প্রভাব পড়ে যে, তিনি তৎক্ষণাৎ যুদ্ধের জন্য রওনা দিয়ে দেন। এটি ছিল নিজের এবং নিজের স্বামীর কামনা বাসনার উপরে ধর্মকে প্রাধান্য দেওয়ার এক অসাধারণ দৃষ্টান্ত।

৭. এক নারী সাহাবীর তার সন্তানকে উৎসর্গ করার ঘটনা হল, হযরত উমরের যুগে ইরাকে কাদাসিয়ায় যে যুদ্ধ চলছিল সে যুদ্ধে কিসরা হাতি নিয়ে আসে। হাতি দেখে উট ভয় পায়। তাই এভাবে মুসলমানরা অনেক ক্ষতিগ্রস্থ হয় আর অনেক মুসলমান নিহত হয়। পরিশেষে মুসলমানরা একদিন সিদ্ধান্ত নেয় যে, আজ যা কিছুই হোক আমরা পিছু হটবা না হয় শত্রুদলকে পরাজিত করব না হয় মৃত্যুকে বরণ করে নিব। হযরত খানসা (রা.) তার চার সন্তানকে নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে আসেন এবং পুত্রদেরকে বলতে থাকেন, হে আমার প্রিয় পুত্ররা! তোমাদের পিতা তার জীবনে সমস্ত সম্পত্তি শেষ করে ফেলেছিলেন আর যখন মারা গেছেন কোন সম্পত্তি রেখে যাননি। এছাড়া তিনি আমাকে কোন সুখ দেননি আর কখনো আমার সাথে ভাল ব্যবহার করেননি। আরবের রীতি অনুযায়ী আমি যদি পাপি হয়ে যেতাম তাহলে দোষের কিছু ছিল না, কিন্তু আমি সারা জীবন পুণ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলাম। আগামীকাল যুদ্ধের ফলাফল নির্ধারণ হবে আর মুসলমানরা এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, হয় মরব না হয় জয় লাভ করব। তোমাদের উপর আমার অনেক বড় অধিকার বা দাবি রয়েছে। আগামীকাল যুদ্ধে যদি তোমরা জয় লাভ ছাড়া ফেরত আস তাহলে আমি খোদা তা'লার সমীপে বলব, তারা আমার কোন অধিকার আদায় করেনি। এভাবে তিনি তার চার সন্তানকে যুদ্ধে পাঠিয়ে দেন। এরপর ভয়ে তিনি জঙ্গলে চলে যান। সেখানে সেজদাবনত হয়ে কাঁদতে কাঁদতে দোয়া করতে থাকেন, হে আমার খোদা আমি আমার সন্তানদেরকে ধর্মের জন্য প্রেরণ করেছি। কিন্তু তোমার এ শক্তি আছে যে, তাদেরকে ফিরিয়ে আনবে। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় সেদিন মুসলমানরা জয়ও লাভ করেছে আর সেই সন্তানরা নিরাপদে ফিরেও এসেছে। যাহোক, তাদের চিন্তা ছিল আমরা মরে গেলেও ইসলাম জয় লাভ করুক।

৮. নারী সাহাবীগণ নিজেদের সন্তানদের মাঝে প্রথম দিন থেকেই খোদা তা'লা ও তার রসূলগণের প্রতি ভালবাসা সৃষ্টি করতেন। এ সম্পর্কে ঘটনা হল, হযরত আসমা (রা.) থেকে বর্ণিত, আমি আব্দুল্লাহ্ বিন যুবায়েরেকে গর্ভে ধারণ করছিলাম। মদীনায় হিজরত করার সময় কুবায় পৌছে আমি তাকে জন্ম দিই। এরপর আমি তাকে নিয়ে মহানবী (সা.) এর কাছে আসি এবং তাঁর (সা.) কোলে রেখে দিই। মহানবী (সা.) একটি খেজুর চিবিয়ে এর রস তার মুখে দিয়ে দেন। আমার সন্তানের সর্বপ্রথম খাদ্য ছিল মহানবী (সা.) এর থুথু মোবারক।

৯. সন্তানদের কিভাবে তরবিয়ত করতেন তার বেশ কিছু ঘটনা রয়েছে। হযরত আনাস বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) একবার আমার কাছে আসেন। আমি সমবয়সী বাচ্চাদের সাথে খেলছিলাম। মহানবী (সা.) আমাকে কিছু একটা কাজে পাঠিয়েছিলেন। আমার ঘরে যাওয়াতে দেরী হওয়ায় আমার মা আমাকে জিজ্ঞেস করেন, তুমি এত দেরী করলে কেন? আমি বললাম, রসূল (সা.) আমাকে একটি কাজে প্রেরণ করেছিলেন? তিনি জিজ্ঞেস করলেন, রসুলুল্লাহ্ (সা.) তোমাকে কি কাজে প্রেরণ করেছিলেন? আমি বললাম, তিনি (সা.) আমাকে এটি গোপন রাখতে বলেছেন। তখন আমার মা বললেন, তাহলে এটি কাউকে বলবে না, এমনকি আমাকেও বলবে না। হুযূর (আই.) বলেন, এরূপ তরবিয়ত অনেক জরুরী। বিশেষভাবে জামাতের কর্মকর্তাদের এরূপ শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত এবং তাদের সন্তানদেরও এ বিষয়টি বুঝানো উচিত।

১০. নারী সাহাবীরা তাদের সন্তানদের মাঝে ইসলামের প্রতি ভালবাসা এত বেশি পরিমাণে গেথে দিয়েছিলেন যার একটি দৃষ্টান্ত হল, হযরত উম্মে আম্মারার ছেলে হযরত হাবিব (রা.)-কে মহানবী (সা.) এর মৃত্যুর পর মিথ্যা নবীকারক মুসায়লামা বন্দি করেছিল। মুসায়লামা তাকে ডেকে জিজ্ঞেস করে, তুমি কি এ সাক্ষ্য দাও যে, মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহ্র রসূল। তিনি বলেন, হ্যা। এরপর সে বলে, তুমি কি এ সাক্ষ্য দাও যে, মুসায়লামা আল্লাহ্র রসূ ল? সে বলে, না। এরপর মুসায়লামা তার এক হাত কেটে দেয়। এভাবে বারবার তাকে একই প্রশ্ন করে এবং যতবার তিনি এ জবাব দেন ততবার তার একটি করে অঙ্গ কেটে ফেলে। এভাবে তার দুই হাত এবং দুই পা কেটে ফেলার পরও তিনি এ জবাব দেন যে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহ্র রসূল। এ কথা বলতে বলতে তিনি আল্লাহ্ তা'লার সাথে গিয়ে মিলিত হন। হযরত উম্মে আম্মারা নিজেও মহানবী (সা.) এর সাথে যুদ্ধ অংশগ্রহণ করেছিলেন। তার সন্তানের এরূপ তরবিয়ত করেছেন যে, আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির জন্য নিজ প্রাণের বিসর্জন দিয়েছেন। পরিশেষে হুযূর (আই.) বলেন, এগুলো সেই মান যা আমাদের নিজেদের এবং নিজেদের সন্তানদের মাঝে সৃষ্টি করতে হবে। আমাদেরকে ইবাদতের মানে, আল্লাহ্র রসূলের প্রতি ভালবাসার মানে, আর্থিক কুরবানীর মানে, ধর্মকে জাগতিকতার উপর প্রাধান্য দেয়ার মানে এবং আত্মোৎসর্গতার মানে উন্নতি করতে হবে। পুরুষদের কুরবানীর পুণ্য মায়েরাও পেয়ে থাকে, কেননা মায়েদের তরবিয়তের ফলে সন্তানরা এরূপ মানে পৌছায়।

বর্তমান যুগে দাজ্জাল তার শয়তানী অস্ত্রের জাল সর্বত্র বিছিয়ে রেখেছে। তাই নিজেদের এবং নিজেদের সন্তানদের ইবাদতের মানকে উন্নত করতে চেষ্টা করে যেতে হবে। একইভাবে সন্তানদের হৃদয়ে

যুগ ইমামের বাণী

তোমরা একথা ভুলে যেও না যে, খোদা তা'লার কৃপা ও অনুগ্রহ ব্যতিরেকে তোমরা আদৌ জীবিত থাকতে পার না। (মালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৬২৯)

দোয়াপ্রার্থী: Abdus Salam, Nararvita (Assam)

ধর্মের প্রতি ভালবাসা এরূপভাবে গেথে দিন যেন তারা সর্বদা ধর্মকে জাগতিকতার উপর প্রাধান্য দানকারী হয়। তারা জগতের পিছনে না ছুটে যেন আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনকারী হয়। আল্লাহ্ প্রত্যেক আহমদী মহিলাকে এবং তাদের সন্তানদেরও এই মান অর্জনের তৌফিক দিন। (আমীন)

ইউ.কে. জলসার ২য় দিনে হুযুরের ভাষণের সারংক্ষেপ

বিষয়বস্তু ঃ বিশ্বব্যাপী আহমদীয়া জামাতের অগ্রগতির এক ঝলক

তাশাহ্হুদ, আ'আউয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযুর (আই.) জামাতের ওপর ঐশী অনুগহের ঝলক উপস্থাপন করেন।

নতুন জামাত প্রতিষ্ঠা

পাকিস্তান ছাড়া বিশ্বব্যাপী ৩৩০টি নতুন জামাত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ১০১৬টি স্থানে আহমদীয়াতের চারা রোপিত হয়। তন্মধ্যে আফ্রিকার কঙ্গো কিনসাসা শীর্ষস্থানে রয়েছে। এরপর তানযানিয়া, কঙ্গো ব্রাযাওয়েল, ঘানা, নাইজেরিয়া, সেনেগাল, গিনি বিসাও, লাইবেরিয়া, নাইজার, বেনিন, গিনি কিনাক্রি, মালি, টোগো, সিয়েরালিওন, রুয়াণ্ডা, আইভরিকোস্ট এবং গাম্বিয়াসহ ২৫টি দেশে নতুন জামাত প্রতিষ্ঠিত হয়।ঈমানোদ্দীপক ঘটনা

১. ঘটনাস্থল গিনি বিসাওয়ের তীব্র বিরোধীতাময় একটি রিজিওন। জলসা সালানা ইউ.কে. উপলক্ষ্যে স্থানীয় চীফকে নিমন্ত্রণ করা হলে তিনি জলসার আধ্যাত্মিক আবহে মুগ্ধ হন এবং খলিফাতুল মসীহকে দেখে প্রভাবিত হয়ে জনসমক্ষে তিনি তার ৪০০ জন সঙ্গী-সাথীসহ জামাতে অন্তর্ভুক্ত হন।

২. ক্যামেরুনের দক্ষিণ সীমান্তবর্তী এলাকায় এম.টি.এ. আল আরাবিয়্যার মাধ্যমে আহমদীয়াত প্রতিষ্ঠিত হয়। তারা কয়েক বছর ধরে এম.টি.এ. দেখছিলেন। এখানে সর্বপ্রথমে টেলিফোনের মাধ্যমে যোগযোগের সূচনা হয়। বর্তমানে সেখানে শতাধিক পূণ্যাত্মা আহমদীয়াত গ্রহণ করেছেন।

৩. নতুন মসজিদ প্রতিষ্ঠা

আল্লাহ্ তা'লা এ বছর জামাতকে সর্বমোট ১৮৫টি মসজিদ দান করেছেন। তন্মধ্যে ১২৯টি নবনির্মিত; বাকি ৫৬টি পূর্বনির্মিত। এদিক থেকে ঘানা শীর্ষস্থানে রয়েছে। আর এই তালিকায় আফ্রিকার বিভিন্ন দেশগুলো সিংহভাগ দখল করে আছে। আর এশিয়াতে ভারত, ইন্দোনেশিয়া, বাংলাদেশ, নেপালসহ ইউরোপ ও আমেরিকার কয়েকটি দেশ রয়েছে।

মসজিদ নির্মাণের ক্ষেত্রে বিরোধীতা

বেনিনের একটি রিজিওনের মিশন হাউস থেকে ৫০ কি.মি. দূরে মসজিদ নির্মাণের সৌভাগ্য লাভ হয়। এলাকার কেন্দ্রীয় ইমাম জনগণ নিয়ে নির্মাণকাজে বাধ সাধে এবং ভয়-ভীতি প্রদর্শনের চেষ্টা করে। মেয়রের নিকট অভিযোগ জানালে তাদের যাবতীয় অপতৎপরতা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। উল্টো মসজিদের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মেয়র স্বয়ং অসুস্থ শরীরে উপস্থিত হন। মিশন হাউস এবং তবলীগি কেন্দ্র বিস্তারআল্লাহ্ তা'লার ফযলে এ বছর ১২৪টি মিশন হাউস বৃদ্ধি পেয়েছে।রাকিম প্রেস

এ বছর কুরআন নাযেরা, মীর মুহাম্মদ ইসহাক সাহেব (রা.) রচিত শাব্দিক অনুবাদের কুরআন উন্নত মানে প্রকাশিত হয়েছে।

এডিশনাল ওয়াকালাত তাসনীফ ইউ.কে.

* অদ্যাবধি জামাতের পক্ষ থেকে মোট ৭৬টি ভাষায় কুরআন করীমের অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। আলবেনিয়ান এবং ডেনিশ ভাষায় অনুবাদের কাজ চলমান।
* হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) রচিত ৫টি পুস্তক ইংরেজিতে অনূদিত হয়েছে।
* মালি'র স্কাস্কো রিজিওনে অনুষ্ঠিত বইমেলাতে জামাতের স্টলে কুরআন করীমের অনুবাদ দেখে একজন পুলিশ অফিসার বলেন, কুরআন বুঝার জন্য এটি সবচেয়ে ভাল অনুবাদ। তিনি তাদের মসজিদে রাখার জন্য ১০ কপি নেন।
* ১২টি পুস্তকের আরবী অনুবাদ হয়েছিল এখন আরো ২৪টি যোগ হয়েছে।
* জার্মান ভাষায় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) রচিত ৮২টি পুস্তক অনূদিত হয়েছে।
* বাংলা ভাষায় মোট ২০টি পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে।

বেলজিয়ামের আমীর সাহেব জানান, গত মার্চে দর্শন শাস্ত্রে পি.এইচ.ডি.ধারী একজন প্রফেসর বয়াতে পূর্বে খৃষ্টান

ছিলেন। কিন্তু খৃষ্টের ঈশ্বরত্বে বিশ্বাসী ছিলেন না। এরপর গত ৬ মার্চের খুতবাতে "মুহাসীনে কুরআনে করীম" নযমের পঙক্তি শুনে আল্লাহ্‌র অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপন করেন।

এডিশনাল ওয়াকালাতে ইশা'আত (প্রকাশনা)

১০৫টি দেশ থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী এ বছর ৪৪৮টি পুস্তক ও লিফলেট ৪৮টি ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। ২৬টি ভাষায় বিভিন্ন পত্রিকা এবং ম্যাগাজিন প্রকাশিত হয়েছে।

প্রদর্শনীর মাধ্যমে বার্তা প্রচার

এ বছর ৯১৬৬টি প্রদর্শনীর মাধ্যমে ১৫ লক্ষ ৯০ হাজার মানুষের কাছে বার্তা প্রচার করা হয়েছে। ভারতের মুসলিম সংখ্যালঘু একটি এলাকায় জামাতের উদ্যোগে একটি বুক স্টল দেয়া হলে সেখানে একজন জজ সেই স্টল পরিদর্শন শেষে মুগ্ধ হন এবং সকল কর্মকর্তাদেরকে তাঁর বাড়িতে আমন্ত্রণ জানান।

গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা

বিশ্বব্যাপী ১০৪টি দেশের ৬২০টিরও অধিক রিজিওনাল লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠিত হয়। ওয়াকালত তা'মীল ও তানফীযের প্রতিবেদন অনুযায়ী হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) রচিত ৮৮টি পুস্তকের মধ্যে ৭৮টির অনুবাদ সম্পন্ন হয়েছে। বিভিন্ন ডেস্কের কার্যক্রমএ বছর আরবী ডেস্ক, রাশিয়ান ডেস্ক, ফ্রেঞ্চ ডেস্ক, টারকিশ ডেস্ক, চীনি ডেস্ক, সোয়াহিলী ডেস্ক, ইন্দোনেশিয়ান ডেস্ক, স্পেনিশ ডেস্কের তত্ত্বাবধানে সংশ্লিষ্ট ভাষায় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) ও হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) রচিত পুস্তক ও মলফুযাতের অনুবাদ, বিভিন্ন প্যাম্ফলেট প্রকাশনার কাজ হয়েছে।

বাংলাডেস্ক

বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে কুরআন করীম এবং অন্যান্য পুস্তকের অনুবাদের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। এম.টি.এ তে ৫২ ঘন্টা সরাসরি অনুষ্ঠান দিয়েছে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) রচিত গভর্ণমেন্ট আঙ্গরেজি অর জিহাদ, রিভিউ মুবাহাসা বাটালবি অর চাকড়ালবি- পুস্তকের অনুবাদ সম্পন্ন হয়েছে। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) রচিত পুস্তক আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্বের ১০টি প্রমাণের অনুবাদ সম্পন্ন হয়েছে। এভাবে অন্যান্য অনুবাদকর্ম চলমান আছে তবে আরেকটু গতি বৃদ্ধি করতে হবে।

লিফলেট ও ফ্লায়ার বন্টন

১০৭টি দেশে ১ কোটি ৭০ লক্ষ ১৪ হাজার লিফলেট বন্টনের মাধ্যমে ১ কোটি ৮০ লক্ষ ৯১ হাজারের অধিক মানুষের কাছে বার্তা পৌঁছানো হয়। রিভিউ অব রিলিজিওন১২১ বছর ধরে এই ম্যাগাজিনটি প্রকাশিত হচ্ছে। এ বছর ২ লক্ষ ১ হাজারের অধিক সংখ্যায়ে ছেপেছে। আন্তর্জাতিক পাবলিকেশন্স বডি, সিনিয়র মিডিয়া ডাইরেক্টর্স এটিকে অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য একটি প্রকাশনা হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করেছে। প্রফেশনাল পাবলিক এসোসিয়েশন নামে যুক্তরাজ্যের একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান এই ম্যাগাজিনকে ন্যাশনাল কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করেছে।

আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল

পাকিস্তানে নিষিদ্ধ করা হলেও ওয়েবসাইট, টুইটার, ফেসবুকের মাধ্যমে ৭ কোটি ২৬ লাখেরও বেশি সংখ্যক মানুষের কাছে বার্তা প্রচার করা হয়েছে।

দৈনিক আল হাকাম

অনলাইন ও অফলাইন উভয় মাধ্যমে এটি পূর্বের চেয়ে বিস্তৃত পরিসরে কাজ করে যাচ্ছে।

আন্তর্জাতিক অনুবাদ ও গবেষণা কার্যালয়

এই বিভাগের তত্ত্বাবধানে সহীহ্ বুখারী ব্যাখ্যার ইংরেজী অনুবাদকর্ম চলমান। ফিকহুল মসীহ (আ.), মজমু'আ ইশতিহারাত ১ম খণ্ড, হামামাতুল বুশরার ইংরেজী অনুবাদের কাজ চলমান। ফাইভ ভলিউম কমেন্টরী'র আরবী অনুবাদের পুনঃনিরীক্ষণ ও পরিমার্জনের কাজ চলমান। বদরী সাহাবীদের (রা.) স্মৃতিচারণ সম্বলিত খুতবাসমূহের অনুবাদের কাজ চলমান।

মাখযানে তাসাভীর

অদ্যাবধি তাদের সংগ্রহশালায় ১৩ লক্ষ ৩০ হাজারেরও বেশি ছবি রয়েছে। ওয়েবসাইটে ৮০১টি ছবি সংযোজন করা হয়েছে।

তাহ্‌রীকে ওয়াকফেনও

বিশ্বব্যাপী ওয়াকফেনওদের সংখ্যা ৮০ হাজার ৬০০। ১৫ বছরের উর্ধ্বে ৩৯ হাজার।

আহমদীয়া আর্কাইভ রিসার্চ সেন্টার

এই বিভাগের অধীনে জম্মু থেকে হযরত খলিফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর যুগের রাজকীয় নথিপত্র সংগ্রহ করা হয়েছে। অত্যন্ত পুরনো পত্রিকা, হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর ছবি এবং জরুরী কাগজপত্র উদ্ধার করা হয়েছে।

কেন্দ্রীয় আই.টি. বিভাগ

আফ্রিকার ঘানা ও নাইজেরিয়াতে শহীদ গোলাম কাদের আই.টি. প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

প্রেস এণ্ড মিডিয়া অফিস

বিশ্বের বিভিন্ন টিভি চ্যানেল ও রেডিওর সাথে যোগাযোগ রক্ষার মাধ্যমে বিভিন্ন জামাতী সংবাদ প্রচার করে যাচ্ছে। এ বছর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন করা হয়েছে। ইসলামের ওপর ৬টি বক্তৃতা প্রদান করা হয়েছে।

আল ইসলাম ওয়েবসাইট

মলফুযাত ও তফসীরে কবীরের নতুন কম্পিউটারাইজ্‌ড এডিশন সংযোজিত হয়েছে। অনলাইন কুরআনে উর্দু, ইংরেজিতে শাব্দিক অর্থ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। মোবাইল অ্যাপেও ব্যবহার উপযোগী করা হয়েছে যেখানে অনুবাদ ও তফসীর জানা যাবে।

Open Quran সার্চ ইঞ্জিনে আভিধানিক শব্দকোষ ও শাব্দিক অনুবাদ সংযোজিত হয়েছে। ইংরেজী ভাষায় ৫৮টি পুস্তক অ্যাপল্, গুগল, অ্যামাজনে প্রকাশিত হয়েছে। অদ্যাবধি ৩৫৬টি ইংরেজী ও ১০০০ উর্দু পুস্তক ওয়েবসাইটে পাওয়া যাচ্ছে।

এম.টি.এ. ইন্টারন্যাশনাল

এম.টি.এ.র ৮টি চ্যানেল ২৪ ঘন্টা অহরাত্রি প্রচারিত হচ্ছে। এজন্য ১৬টি বিভাগে ৫০৬জন কর্মকর্তা, ২৭৯জন

স্বেচ্ছাসেবী পুরুষ, ১৫৪ জন স্বেচ্ছাসেবী মহিলা এবং ৭৯জন বেতনভুক্ত কর্মী নিরলস পরিশ্রম করে যাচ্ছেন। বর্তমানে ২৩টি ভাষায় অনুবাদ প্রচারিত হচ্ছে।

এম.টি.এ.র মাধ্যমে বয়াতের ঘটনা

* ফ্রান্সের আমীর সাহেব লিখেন, একজন ফরাসী বন্ধু দীর্ঘ ১০ বছর হযরত ঈসা (আ.)-এর জীবিত থাকার প্রচলিত বিশ্বাস নিয়ে সন্দিহান ছিলেন। এম.টি.এ.র সন্ধান পাওয়া মাত্র এ বিষয়ে জানতে পারেন। প্রথমে তিনি অতঃপর স্ত্রী ও বড় ছেলে বয়াত করেন।
* ক্যামেরুনের প্রত্যন্ত অঞ্চলের বাসিন্দা ডিগা সোলেমান সাহেব এম.টি.এ. আল আরাবিয়াতে জলসা সালানা ইউ.কে. উপভোগ করেন। অমুসলিমদের প্রতিক্রিয়া দেখে এবং আন্তর্জাতিক বয়াতের অনুষ্ঠান দেখে প্রভাবিত হন। সপরিবারে জামাতভুক্ত হন।

রেডিও স্টেশন প্রতিষ্ঠা

জামাতের নিজস্ব ২৫টি রেডিও চ্যানেল রয়েছে। এ বছর ৬৭টি দেশ থেকে প্রাপ্ত রিপোর্ট অনুযায়ী ২৯০০ পত্রপত্রিকা, ম্যাগাজিনের ১৪৯৪টি জামাতি বিষয়ক এবং সংবাদ প্রকাশিত হয়। এর পাঠকের সংখ্যা২২ কোটি ৫৭ লাখ ৬৮ হাজার।

IAAAE, CENTRAL LEGAL DEPARTMENT থেকে প্রাপ্ত রিপোর্ট অনুযায়ী আফ্রিকার ১৩টি দেশে ৩৭টি

হাসপাতালে ৪২ জন কেন্দ্রীয় চিকিৎসক, ৩২ জন স্থানীয় চিকিৎসক ও ৮ জন পরিদর্শক চিকিৎসক ৫ লক্ষ রোগীকে সেবা দিয়েছেন।

বোর্কিনা ফাঁসুর শহীদ পরিবারবর্গের প্রতি খেয়াল

আগ মূসা শহীদ সাহেবের স্ত্রী জানান, জামাত তার পরিবার ও সন্তানদের পড়াশুনা খুব সুন্দরভাবে তদারকি করছে। অন্য শহীদদের পরিবারের সদস্যরাও এক ও অভিন্ন মতামত ব্যক্ত করে। এসবই ঐশী অনুগ্রহ।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বিরোধীদের উদ্দেশ্যে বলেন, "তোমরা বিরত হও এবং তাঁর ক্রোধকে ভয় কর। নিশ্চিতভাবে জান, তোমরা তোমাদের দুষ্কৃতকর্মের সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছ। আর খোদা যদি তোমাদের পক্ষেই থাকতেন তবে এত হঠকারিতার কোন প্রয়োজন ছিল না। তোমাদের মধ্যে একজনের দোয়াই আমাকে ধ্বংস করে দিত। অথচ তোমাদের কারোর আর্তনাদ-ই ঊর্ধ্বলোকে পৌঁছে না উপরন্ত দোয়ার ফলস্বরূপ দিনে দিনে তোমাদের অবসান হতে যাচ্ছে। তোমরা কী লক্ষ্য কর না যে, তোমরা ক্রমেই হ্রাস পাচ্ছ আর আমরা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছি?"এটি আল্লাহ্ তা'লার অমোঘ সিদ্ধান্ত; অবশ্যম্ভাবী।

জলসায় প্রদত্ত হুযূর (আই.)-এর সমাপনি বক্তৃতার মূল বিষয়গুলো

১) ইসলাম এমন এক ধর্ম যা বিস্তারিতভাবে সমাজের সকল শ্রেণির মানুষের অধিকার সম্পর্কে শিক্ষা দেয় আর এর বিশদ বিবরণ আমরা কুরআন মজীদ ও হাদীসসমূহ থেকে পাই। আর বর্তমান যুগে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এ বিষয়টি আমাদের সামনে বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেছেন। বিগত তিন জলসায় সমাজের একশটি শ্রেণীর অধিকার সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে।

২) ইসলামের শিক্ষা এত অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষা যদি এর উপর আমল করা হয় তবে দুনিয়ার সকল সমস্যার সমাধান সম্ভব। ইসলামের অনিন্দ্য শিক্ষা অমুসলিমদের সামনে উপস্থাপন করা হলে তারা এটি মানতে বাধ্য হয় যে, ইসলামের শিক্ষা হলো মহান এবং সর্বোত্তম। তাই আমাদের অমুসলিমদের সামনে ইসলামের শিক্ষা বর্ণনা করার ক্ষেত্রে হীনমন্যতায় ভোগা এবং লজ্জা পাওয়া উচিত নয়।

৩) সুতরাং আজ আমাদের দুনিয়াকে সঠিক অধিকার সম্পর্কে এবং কিভাবে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সমাজে প্রেম-প্রীতি এবং সম্প্রীতির ভিত্তি রচিত হতে পারে এ বিষয়ে পথ নির্দেশনা দেওয়া আমাদের কাজ। কিন্তু এটি তখনই সম্ভব যখন মানুষ এটি স্বীকার করে নিবে যে, সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী একজন আছেন যিনি আমাদের সকল কর্ম দেখছেন এবং এর হিসাব নিবেন। এবং এটি বিশ্বাস করা হয় যে, যদি তার কথা অনুযায়ী কর্ম না করা হয় তবে আমরা ধৃত হবো।

৪) হুযুর (আই.) সমাপনী ভাষণে গরীব, অভাবী ও মিসকীনদের অধিকার প্রদান সম্পর্কে বর্ণনা করেন। সূরা তওবা : ৬০ নম্বর আয়াতের ও অনুবাদ বর্ণনা করা পর হুযুর (আই.) বলেন, এই আয়াতে আল্লাহ তালা সমাজের সকল অভাবী ও অসহায় শ্রেণীর অধিকার আদায়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যারা কোন না কোন ভাবে সাহায্যের মুখাপেক্ষী।

৫) এই আয়াতের আলোকে বুঝা যায়, এই অসহায় শ্রেণীর দেখভাল করা রাষ্ট্রের কাজ। এমন নয় যে তারা যাচনা করলে দেওয়া হবে। এমন ব্যবস্থাপনা থাকতে হবে যা সর্বদা এই বিষয়ের পর্যালোচনা করতে থাকবে। বন্দিদের মুক্তি,

ভ্রাতৃত্ব বন্ধন দৃঢ় করার লক্ষ্যেও খরচ করতে হবে। এই আয়াতে সকল শ্রেণীর অভাবীকে চিহ্নিত করে তাদের অভাব মোচনের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে।

৬) সূরা হাশরের ৯ নম্বর আয়াতে আলোকে হুযুর বলেন, যাদেরকে ধর্মের খাতিরে বা অন্য কোন কারণ বশত তাদের সহায়-সম্পত্তি, ঘর-বাড়ি এবং দেশ থেকে বিতাড়িত করা হয়েছে তাদেরকেও সাহায্য করা কথা বলা হয়েছে। যেন তারা নিজ পায়ে দাঁড়িয়ে সমাজের সক্রিয় সদস্যে পরিণত হতে পারে। কুরআন মজীদে এরূপ অনেক শিক্ষা রয়েছে।

৭) হাদীসের আলোকে হুযুর (আই.) দরিদ্র ও মিসকীনদের অধিকার প্রদান সম্পর্কে বর্ণনা করেন।

* রসূল করীম (সা.) ধনীদেরকে দরিদ্র ও অসহায়দের প্রতি খেয়াল রাখার এবং সঠিক পারিশ্রমিক প্রদানের নিদের্শ দিয়েছেন; কেননা দূর্বলদের দ্বারাই ধনীরা সাহায্য লাভ করে এবং তাদের কল্যাণেই ধনীরা রিযিক লাভ করে। অর্থাৎ এই গরীব শ্রেণী কাজ করে আর ধনীরা এথেকে উপকৃত হয়। আজ দুনিয়াতে সঠিক পারিশ্রমিক না দেওয়ার কারণে বিশৃঙ্খলা দেখা দিচ্ছে। কেবল দরিদ্রদের অধিকার প্রদান না করার কারণে বিভিন্ন দেশে বিদ্রোহ দেখা দিচ্ছে, রাষ্ট্র ব্যবস্থায় পরিবর্তন আসছে।

* রসূল করীম (সা.) বিধবা ও মিসকীনদের অভাব মোচনে চেষ্টাপ্রচেষ্টাকারী মর্যাদা সম্পর্কে বলেন যে, তারা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারীর বা এমন ইবাদতকারীর ন্যায় হয়ে থাকে যারা কখনো ক্লান্ত হয় না, এমন রোজাদার যারা রোজা পরিত্যাগ করে না।

* মিসকীনের সঙ্গা রসূল করীম (সা.) এভাবে দেন, যারা মানুষের কাছে চায় না আর মানুষও বুঝতে পারে না যে, তার অভাব বা প্রয়োজন আছে কি-না। তাই অসহায়দের প্রতিও দৃষ্টি দেয়া আবশ্যক। এমন যেন না হয় কেবল যারা চাইবে বা হাত পাতবে তাদেরকে দেয়া হবে। রাষ্ট্রেরও এদিকে দৃষ্টি দেয়া আবশ্যক। এই হাদীসে এই দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যাদের সাহায্য প্রয়োজন তাদেরকে অন্বেষণ করে তাদেরকে সাহায্য কর। এটিই প্রকৃত নেকী। আর এটিই মিসকীনের অধিকার যা প্রদান করা আবশ্যক।

*রসূল করীম (সা.) এমন ওলীমার দাওয়াতকে নিকৃষ্ট দাওয়াত বলে আখ্যায়িত করেছেন যেখানে কেবল ধনীদের দাওয়াত দেওয়া হয়। তাই হুযুর আহমদীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যেন দাওয়াতে, ওলীমাতে, বিয়েশাদীতে যেন দরিদ্রদেরও ডাকা হয়।

* রসূল করীম (সা.)-এর নসীহতের কারণেই সাহাবা (রা.)ও সর্বদা গরীব-মিসকীনদের হৃদয় জয় করার সর্বদা চেষ্টা করতেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ- জাফর বিন আবু তালেব সবসময় গরীব-মিসকীনদের সাথে সময় কাটাতেন তাই মহানবী (সা.) তাকে 'আবুল মাসাকীন' বলে ডাকতেন।

*আল্লাহর দৃষ্টিতে দূর্বলদের, যাকে তুচ্ছ্য-তাচ্ছিল্য করা হয় বা যার অধিকার হরণ করা হয় তার মর্যাদা কি? হাদিসে এসেছে, রসূল করিম (সা.) এমন ব্যক্তিকে জান্নাতের বাদশাহ বলে অবহিত করেছেন যে অসহায়, মলিন কাপড় পরিহিত, যার কোন মূল্যায়ন করা হয় না কিন্তু সে যদি আল্লাহর নাম নিয়ে কসম খেয়ে কিছু বলে তবে আল্লাহ তালা তা অবশ্যই পূরণ করেন। এই লোকেরা আল্লাহর দৃষ্টি মহান।

*রসূল করীম (সা.) গরীবদের প্রতি খেয়াল রাখার বিষয়ে উপদেশ প্রদানের ক্ষেত্রে কোন সুযোগ হাত ছাড়া করতেন না। একবার সাহাবাদের কাছে দুই জন ব্যক্তি সম্পর্কে মতামত জানতে চান। সাহাবা (রা.) একজনকে ধনী ও প্রভাবশালী আর অপরজন ছিল দরিদ্র ও অসহায় বলে মতামত ব্যক্ত করেন। রসূল করিম (সা.) দরিদ্র ও অসহায় ব্যক্তি সম্পর্কে বলেন, অমন হাজরটা ধনী ও প্রভাবশালী ব্যক্তির চেয়ে এই দরিদ্র ও অসহায় মুসলমান উত্তম।

*রসূল করিম (সা.) দরিদ্র -মিসকীনদের প্রতি কিরূপ আবেগ অনুভূতি রাখতেন এই হাদিস থেকে বুঝা যায় যে, একবার মুমুর্ষূ এক মিসকীন মহিলাকে মহানবী (সা.) দেখতে যান। তার সেবা শুশ্রুষা করেন। কিন্তু সেই দরিদ্র মহিলা মৃত্যুপথযাত্রী ছিল। মহনবী (সা.) সাহাবাদের বলেন, সে যদি মারা যায় তবে আমাকে সংবাদ দিবে। সেই দরিদ্র মহিলা রাতের বেলা মারা যায়। রাতের বেলা রসূল করিম (সা.)-কে ডাকা সাহাবারা সমীচিন মনে করলেন না। তারা সেই মহিলাকে কবর দেন। সকাল বেলা রসূল করিম (সা.)-কে বলা হলে তিনি (সা.) বলেন, আমি কি তোমাদের আদেশ দেই নাই যে, আমাকে জানাবে? তারপর রসূল করিম (সা.) সাহাবাদের নিয়ে সেই মহিলার কবরে কাছে যান এবং সারিবদ্ধ করে চার তকবীরের মাধ্যমে জানাযার নামায আদায় করেন।

*মহানবী (সা.)-এর দৃষ্টিতে গরীব-মিসকীনের মর্যাদা সম্পর্কে হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) 'তফসীর দিবাচা কুরআন'-এ বর্ণনা করেন, মক্কা বিজয়ের পরের ঘটনা , একবার কিছু গরীব সাহাবা, যারা পূর্বে দাস ছিলেন, তারা আবু সুফিয়ানকে লক্ষ করে কিছু কটু কথা বলেন। এটি শুনে হযরত আবু বকর (রা.) সেই সাহাবাদের বলেন, তোমরা কি কুরাইশ সর্দারকে লাঞ্চিত করছ? তারপর আবু বকর (রা.) রসূল করিম (সা.)-এর কাছে উক্ত ঘটনা অভিযোগ আকারে উপস্থাপন করেন। রসূল করিম (সা.) আবু বকর (রা.)-কে বলেন, হে আবু বকর! হয়তবা তুমি একথা বলে খোদা তা'লার খাস বান্দাদের অসন্তুষ্ট করেছ। যদি তারা তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে থাকে তবে স্মরণ রেখ তোমার প্রভুও তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট হবেন। আবু বকর (রা.) তাৎক্ষণিক সেই দাসদের কাছে যান এবং বলেন, হে আমার ভাইয়েরা! তোমরা কি আমার কথায় কষ্ট পেয়েছ? তারা বলেন, হে আমাদের ভাই! আমরা অসন্তুষ্ট হই নাই। আল্লাহ আপনার ভুল ক্ষমা করুন।

*গরীবদের রসূল করিম (সা.) যেমন সম্মান করতেন তেমনি তাদের আত্মমর্যাদাবোধ জাগ্রত করতেন। গরীব-মিসকীনদের হাত পাততে নিরুৎসাহিত করতেন।

*গরীব-মিসকীনদের সাহায্য সহযোগিতা করার ক্ষেত্রে সাহাবাদের আমল কেমন ছিল। হযরত ওমর (রা.) মদীনার প্রান্তে এক অন্ধ বৃদ্ধার সেবা করার উদ্দেশ্যে রাতের বেলা যান। কিন্তু দেখেন তার পূর্বেই কেউ এসে সেই অন্ধ বৃদ্ধার কাজ করে দিয়েছে। পরের দিন ওমর (রা.) আড়ালে বসে লক্ষ্য করে দেখেন হযরত আবু বকর (রা.) সেই অন্ধ বৃদ্ধার কাজ করছেন তখন তিনি খলীফা ছিলেন। হযরত ওমর (রা.) বলেন, খোদার কসম! এটি আপনিই হতে পারেন।

*হযরত ওমর (রা.) অমুসলিম গরীব-মিসকীনদেরও অভাব মোচন করতেন। তিনি (রা.) বলেন, 'ইন্নামাস্ সাদাকাতু লিল্ফুকারায়ে ওয়াল্ মাসাকীনা' এই আয়াতে 'ফুকারা' বলতে মুসলমান এবং 'মাসাকীন' বলতে আহলে কিতাবদের বুঝানো হয়েছে। তাই তিনি (রা.) অসামর্থ্যবান আহলে কিতাবদের জিযিয়া মাফ করে দেন।

৮) হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) দরিদ্র -অভাবী নাগরিকদের প্রতি রাষ্ট্রের কি দায়-দায়িত্ব এসম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। এসম্পর্কে ইসলামের চমৎকার শিক্ষা তুলে ধরা হয়েছে। হযরত ওমর (রা.) ইসলামী রাষ্ট্রের সকলের খাদ্য ও বস্ত্র নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে সর্বপ্রথম আদম শুমারীর ব্যবস্থা করেছিলেন। ইউরোপীয়ান লেখকরাও এটি স্বীকার করেছে যে, হযরত ওমর (রা.) সর্বপ্রথম আদম শুমারীর মাধ্যমে রেশন ব্যবস্থার প্রচলন করে ছিলেন। ইসলামের এই ব্যবস্থাপনায় কোন শহর বা গ্রামের কোন সদস্য বাদ ছিল না; এমনকি দুগ্ধপোষ্য শিশুও এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। ইসলামের দৃষ্টিতে সকল নাগরিকের খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থানের দায়িত্ব রাষ্ট্রের। ইসলাম সর্বপ্রথম এই নীতি প্রতিষ্ঠিত করেছে যা আজ অন্য রাষ্ট্রসমূহ অনুকরণ করছে তবুও পরিপূর্ণভাবে নয়। কিন্তু দূর্ভাগ্যজনকভাবে আজ দু' চারটি রাষ্ট্র ছাড়া মুসলমান রাষ্ট্রগুলো তাদের নাগরিকদের এই অধিকার প্রদান করছে না। আজ যদি এই অধিকার প্রদান করা হয় তবে মুসলমান দেশগুলোর চেহারাই পরিবর্তন হয়ে যাবে। মুসলমানদের মাঝ থেকে বিশৃঙ্খলা, বিদ্রোহ, ফিৎনা-ফাসাদ, হতাশা সবই দূর হয়ে যাবে।

*ইসলাম রেশন ব্যবস্থা চালুর

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2023 -2025 Vol-8 Thursday, 31 Aug, 2023 Issue No.35

MANAGER
SHAIKH MUJAHID AHMAD
Mob: +91 9915379255
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs. 600/- (Per Issue : Rs. 12/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

পাশাপাশি ধনীদেরকে এই ব্যবস্থাপনায় অন্তর্ভূক্ত করে গরীব-মিসকীনদের সম্মান-মর্যাদার প্রতিও লক্ষ্য রেখেছে। যা অন্যান্য অমুসলিম রাষ্ট্রগুলো করেনি। আর পৃথিবীর শান্তি ও নিরাপত্তাকে দৃষ্টিপটে রেখেই ইসলাম এসব শিক্ষা প্রদান করেছে।

৯) হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন, আল্লাহ তা'লার পানে যাওয়ার জন্য নেকী বা পুন্য একটি সোপান। কিন্তু স্মরণ রেখ! নেকী কী জিনিস? শয়তান প্রতিটি পথে মানুষের রাহজানি করে এবং তাদেরকে সত্য পথ থেকে বিচ্যুত করে। উদাহরণ স্বরূপ, নিজের সামনে তাজা সুস্বাদু খাবার রেখে ভিক্ষারীকে রাতের বাসি রুটি দেওয়া কোন নেকী না। যদি তা উৎসাহ ও উদ্দীপনা নিয়ে দান করা হোক না কেন। কেননা আল্লাহ তালা বলেন, 'ওয়া ইউতইমুনাত ত্ব'আমা আলা হুব্বিহী মিসকীনা ও ইয়াতীম ও আসীরা'। 'ত্বা'আম' বলা হয় উত্তম ও সুস্বাদু খাবারকে। বাসি-পচা খাবার ত্ব'আম নয়। এক্ষেত্রে নেকী হবে ভিক্ষারীকে ভালো উত্তম খাবার প্রদান করা। বাসি-পঁচা খাবার দেওয়া কোন নেকী নয়।

*মসীহ মওউদ (আ.) গরবী-দুঃখীদের সাথে কিরূপ আচরণ করতেন এসম্পর্কে বর্ণনা আছে, অনেক সময় গ্রাম্য অবুঝ নারীরা মসীহ মউওদ (আ.)-এর কাছ থেকে ঔষধপত্র নেওয়ার জন্যে আসত। তাদের ডাকে মসীহ মওউদ (আ.) এমনভাবে সাড়া দিতেন যেন কোন পদস্থ কর্মকর্তা ডাকছেন। মসীহ মওউদ (আ.) হাসিমুখে তাদের কথা শুনতেন, ঔষধ প্রদান করতেন। অনেক সময় এই গ্রাম্য মহিলারা অযথা-বেহুদা কথা বলা শুরু করত আর মসীহ মওউদ (আ.) চুপ করে তাদের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনতেন। কখনো আকার ইঙ্গিতেও বলেন নি, এখন যাও, আমার সময় নষ্ট করো না।

*একবার বেশ কিছু গ্রাম্য মহিলা বাচ্চাদেরকে সাথে নিয়ে ঔষধ নেয়ার জন্য মসীহ মওউদ (আ.)-এর কাছে আসে। মসীহ মওউদ (আ.) প্রায় তিন ঘন্টা সময় ব্যয় করে তাদেরকে ঔষধ প্রদান করেন। হযরত আব্দুল করীম (রা.) বলেন, হুযুর! এটি তো বড় কষ্টের কাজ আর এভাবে অনেক সময় নষ্ট হয়। মসীহ মওউদ (আ.) উত্তর দেন, 'এটাও তো ধর্মীয় কাজ। এরা অসহায় মানুষ। এখানো কোন হাসপাতাল নাই। আমি এই মানুষগুলোর জন্য সকল প্রকার ইংরেজি ও ইউনানী ঔষধ এনে রাখি যা মাঝে মাঝে কাজে লাগে।' আরো বলেন, 'এটা পুণ্যের কাজ। মোমিন বান্দাকে এই কাজে অলসতা প্রদর্শন ও অবজ্ঞা করা উচিত নয়।'

* একবার মসীহ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়াত গ্রহণের উদ্দেশ্যে অনেক লোক আগমন করেন। তাদের মাঝে গ্রাম্য লোক বেশি ছিল। জায়গার স্বল্পতার কারণে কেউ এলান করে, পিছনে সরে যাও। এটি শুনে মসীহ মওউদ (আ.) কষ্ট পান আর বলেন, তাদেরকে সরে যেতে বলো না, তারা নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা নিয়ে আসে। এই লোকদের সম্পর্কেই তো আল্লাহ তালা আমাকে ইলহাম করে জানিয়েছেন, 'ওয়া লা তুসায়ের লে খালকিল্লাহা ওয়া লা তাসআম মিনান নাস'। এটা (ইলহাম) তো এই গরীবদের সম্পর্কে যাদের কাপড়-চোপড় মলিন।

১০) মসীহ মওউদ (আ.) বলেন, আমি চাই না আমার জামাতের সদস্যরা পরস্পরকে ছোট-বড় জ্ঞান করবে। বা পরস্পর অহংকার প্রদর্শন করবে। বা হীন দৃষ্টিতে দেখবে। খোদা জানেন বড় বা ছোট কে। এটি একপ্রকার অবজ্ঞা। যার মাঝে এই অবজ্ঞা বা ঘৃণার গুন রয়েছে তা পরিশেষে তার ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। বড় সে যে মিসকীনদের কথা বিনয়ের সাথে শুনে। তার মনস্তুষ্টি করে। তার কথার মূল্যায়ন করে।

* সেটি জামাত নয় যেখানে কিছু লোক একত্রিত হলে তাদের গরীব ভাইয়ের গিবত করে, ছিদ্রান্বেষণ করে এবং তাকে অবজ্ঞা ও ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখে। এটি হওয়া উচিত নয়। বরং একতা থাকা উচিত যেন শক্তি লাভ হয় এবং ঐক্য সৃষ্টি হয়।

* গরিবরা অনেক ক্ষেত্রে ধনীদের চেয়ে অগ্রগামি হয়। তাই গরিবদের দুর্ভাগা মনে করো না। গরিবরা খোদা তালার অনেক সৌভাগ্য ও অনুগ্রহের অধিকারী হয়ে থাকে। ধনীরা অনেক নেকী থেকে বঞ্চিত থেকে যায়, এজন্যেই হাদিসে এসেছে, 'মিসকীনরা পাঁচশত বছর পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করবে।'

*আল্লাহ তালা আমাদেরকে তৌফিক দান করুন আমরা যেন সকল প্রকার অহংকার থেকে পবিত্র থাকতে পারি, আমরা যেন গরিব, মিসকীন ও অভাবীদের অধিকার প্রদানকারী হতে পারি। এবং সকল স্থানে, সকল দেশে যেন এমন সমাজ সৃষ্টি হয় যেখানে ইসলামের সঠিক শিক্ষা দৃষ্টিগোচর হবে।

(৭পাতার পর.....)

আওয়াল (রা.) একবার বলেছিলেন, তারা কি আঁ হযরত (সা.)-এর মারুফ এবং গায়ের-মারুফ সিদ্ধান্ত সমূহের কোন তালিকা প্রস্তুত রেখেছে? আঁ হযরত (সা.) এর কোন সিদ্ধান্ত আল্লাহ্ তা'লার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ছিল এবং মারুফ ছিল আর কোন সিদ্ধান্ত মারুফ ছিল না? তাদের কাছে এই প্রশ্নের কোন উত্তর নেই। তাই মারুফ এর অর্থ বুঝতে বিভ্রান্তি পাওয়া যায়। মারুফ এর অর্থ এমন প্রত্যেক বিষয় যা কুরআন করীম সম্মত এবং কুরআনী আদেশ সম্মত এবং আঁ হযরত (সা.)এর নির্দেশ সম্মত এবং আজকের যুগে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)এর নির্দেশ সম্মত। আর আমি মনে করি না যে, কোন খলীফা এর বিপরীতে কোন কথা বলেছে। তাই যে সব মানুষ শুরার সিদ্ধান্ত মেনে চলে না বা যারা শুরার সিদ্ধান্ত নিয়ে সন্দিহান থাকে, বস্তুত তারা খলীফাতুল মসীহর সিদ্ধান্তকে অমান্য করছে। কেননা, শুরার যাবতীয় সিদ্ধান্তের অনুমোদন খলীফাতুল মসীহ দিয়ে থাকে।

একজন খাদিম প্রশ্ন করেন যে, একটি ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে যে, সূর্য পশ্চিম থেকে উদিত হবে। আমার প্রশ্ন হল, এই ঘটনা কোন যুগে পূর্ণ হবে? আর আহমদী হিসেবে এ বিষয়ে আমাদের দায়িত্বাবলী কি কি?

হুযুর আনোয়ার বলেন, আমি আপনাকে নির্দিষ্ট কোন সময় বলতে পারব না। এটি একটি ভবিষ্যদ্বাণী যা ইনশাআল্লাহ্ যথাসময়ে পূর্ণ হবে।

কিন্তু আমাদের দায়িত্ব হল নিজেদের দোয়া, আমল এবং জ্ঞানের মাধ্যমে সেই উদ্দেশ্যকে দ্রুত অর্জন করা, বরং নিজেদের যুগেই তা অর্জন করা। খুব সম্ভব এই ভবিষ্যদ্বাণী নিজেদের জীবদ্দশায় পূর্ণ হতে দেখব। আপনারা যদি আল্লাহ্ তা'লার সামনে বিনত হন, পাঁচ ওয়াক্ত নামায যথাসময়ে আদায় করেন এবং এই দোয়া করেন যে, আল্লাহ্ তা'লা যেন আপনাকে এমন সুযোগ দান করেন যে আপনি সেই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হতে দেখেন। আর যখন আপনার প্রত্যেকটা আমল ইসলাম তথা কুরআন করীমের শিক্ষা সম্মত হবে আর সংখ্যা গরিষ্ঠ আহমদী এর উপর আমল করবে তবে আপনি এই ভবিষ্যদ্বাণী নিজেদের জীবদ্দশায় পূর্ণ হতে দেখবেন। কিন্তু যদি এখন না হয় তবে আল্লাহ্ যেদিন চাইবেন সেদিন এই ভবিষ্যদ্বাণী যথাসময়ে পূর্ণ করবেন।

একজন খাদিম প্রশ্ন করেন যে, কিছু পাপ রয়েছে যেমন- ইচ্ছাকৃতভাবে নামায ত্যাগ করা এব অন্যান্য 'কবীরা গুনাহ' বা গুরু পাপ যেমন- হত্যা, চুরি - এগুলি কি একই শ্রেণীভুক্ত?

হুযুর আনোয়ার বলেন: কাউকে হত্যা করা বা চুরি করা এমন এক পাপ যা অপরের অধিকার আত্মসাৎ করা বা মানুষের সঙ্গে পাশবিক আচরণ করার নামান্তর। আর নামায বা রোযা ত্যাগ সম্পর্কে বলব, বিশেষ করে যখন কোন প্রকৃত কারণ থাকে না- এটি এমন এক দৃষ্টান্ত যা একজন প্রকৃত মুসলমানের জন্য অনিবার্য আদেশকে অমান্য করার নামান্তর। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা বলেন, আমি তোমাদের এমন গুনাহকে ক্ষমা করতে পারি যা আমার নিজের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বা হুকুকুল্লাহ্র বিষয়ে অবহেলা

বা যেগুলি মানুষের অধিকারবুক্ত বিষয় নয় সেগুলি আমি ক্ষমা করতে পারি। কিন্তু আমি তোমাদের সেই সব পাপ ক্ষমা করব না যা তোমরা হুকুকুল ইবাদ বা বান্দাদের অধিকার সংক্রান্ত বিষয়ে করে থাক। আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করব না যদি তোমরা মানুষের অধিকারের ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘন কর। তাই হত্যা বা চুরি করা নামায ত্যাগের চেয়ে বেশি বড় পাপ।

হুযুর আনোয়ার বলেন, তথাপি আমাদের জন্য নামায ফরয করা হয়েছে। এই জন্যই আমি সব সময় বলে থাকি, হুকুকুল্লাহ্ এবং হুকুকুল ইবাদ-দুটি পালন করতে হবে। অনেক সময় নামায পড়ার সময় আপনারা দেখেন কেউ কারো প্রতি অন্যায় করছে আর সেই ব্যক্তি সাহায্যের জন্য ডাকছে, তখন আপনার উচিত নামায ত্যাগ করে তার সাহায্য করা। এটিকেই প্রাধান্য দিতে হবে। আঁ হযরত (সা.)-এর একটি হাদীসেও এই ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। অতএব, হুকুকুল ইবাদ পূর্ণ করা অত্যন্ত জরুরী, এর পাশাপাশি হুকুকুল্লাহ্ পালন করাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আর আপনি নামায পড়েন বা রোযা রাখেন, তবে আপনি কেবল ফরয আদায় করছেন না, বরং আপনি নিজের সংশোধনও করছেন। এর মাধ্যমে আপনি নিজের আধ্যত্মিকতা, পুণ্যলাভ এবং তাকাওয়ার ক্ষেত্রে উন্নতির করেন।

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

" তুচ্ছ এ জীবন যাকে নিয়ে এত গর্ব করা হয়। চিরন্তন আনন্দের জীবন সেটিই যা মৃত্যুর পর লাভ হয়।"

(মমালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৬১৬)

দোয়াপ্রার্থী: **Azkarul Islam, jamat Ahmadiyya Amaipur (Birbhum)**

যুগ ইমামের বাণী

স্মরণ রেখো! কাজ তারাই করতে পারে, অর্থাৎ ধর্মের সেবা তারাই করতে পারে যাদের মধ্যে স্বর্গীয় জ্যোতি বিদ্যমান।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৪৩)

দোয়াপ্রার্থী: **Jahanara Begum, Bhagbangola, (Murshidabad)**

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir